ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-227 ■ 19 May, 2026 ■ আগরতলা ১৯ মে, ২০২৬ ইং ■ ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তাপপ্রবাহে স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি

নতুন দিল্লি, ১৮ মে।। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগ বাড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের জন্য বিস্তারিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ জারি করেছে আয়ুষ মন্ত্রক। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেল সার্ভিসেস (ডিজিএইচএস)-এর অধীন আয়ুষ ভার্টিকাল, আয়ুষ মন্ত্রকের সহযোগিতায় এই নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে।

জারি করা পরামর্শে সাধারণ মানুষ, অসুস্থ ব্যক্তি, কর্মচারী, শ্রমিক এবং জনসমাবেশ বা ক্রীড়া কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের গরমজনিত অসুস্থতা থেকে বাঁচতে একাধিক সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। পর্যাপ্ত জলপান, দুপুরের তীব্র রোদ এড়িয়ে চলা, হালকা সুতির পোশাক ব্যবহার এবং মরশুমি ফল ও ইলেক্ট্রোলাইট সমৃদ্ধ পানীয় গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পরামর্শে উল্লেখ করা হয়েছে, সদ্যোজাত শিশু, গর্ভবতী মহিলা, প্রবীণ নাগরিক, বাইরে কাজ করা শ্রমিক এবং দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ বা উচ্চ রক্তচাপে ভোগা ব্যক্তিরা

তাপপ্রবাহের ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। তাঁদের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। কর্মক্ষেত্র, জনসমাবেশ এবং খোলা জায়গায় কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ছায়াযুক্ত বিশ্রামস্থল তৈরি, নির্দিষ্ট সময় অন্তর জলপানের বিরতি, শ্রমিকদের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া এবং অতিরিক্ত গরমের লক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

নাগরিকদের তাপজনিত অসুস্থতার লক্ষণ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ঝিমুনি, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, আচরণ বা মানসিক পরিবর্তন, শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, শরীরে জলশূন্যতা, খিঁচুনি কিংবা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এই উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে হিটস্ট্রোকের ক্ষেত্রে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং এমার্জেন্সি হেল্পলাইন ১০৮ বা ১০২ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

আয়ুষ ভার্টিকালের পক্ষ থেকে তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা, যোগ, ইউনানি এবং হোমিওপ্যাথির মতো চিরাচরিত সুস্থতা ও প্রতিরোধমূলক পদ্ধতির কথাও বলা হয়েছে। আয়ুর্বেদ অনুযায়ী ঠান্ডা প্রকৃতির খাবার ও পানীয় যেমন ডাবের জল, ঘোল, লেবুর শরবত গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যজুড়ে ভারি থেকে অতি ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। রাজ্যজুড়ে আগামী কয়েকদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর। আগরতলা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ১৮ মে থেকে প্রায় ২৩ মে পর্যন্ত পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহীজলা এবং খোয়াই জেলায় এক বা দুই জায়গায় ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। পাশাপাশি রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও বজ্রবিদ্যুৎসহ ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দপ্তর। পরবর্তী কয়েকদিনও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি, ধলাই, পশ্চিম এবং খোয়াই জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বেশি বলে জানানো হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় না থাকা, অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত এড়িয়ে চলা এবং নিচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাজ্যে জ্বালানির সরবরাহ স্বাভাবিক ঃ এসএলসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। স্টেট লেভেল কো-অর্ডিনেটর (এসএলসি), অয়েল ইন্ডাস্ট্রি, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন যে, সারা রাজ্যে পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজি সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় পেট্রোলিয়াম পণ্যের সরবরাহ বর্তমানে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিরবচ্ছিন্ন রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম এর সমস্ত সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত বজায় রয়েছে।

টার্মিনাল ও ডিপো থেকে শুরু করে খুচরো বিক্রয় কেন্দ্র পর্যন্ত সম্পূর্ণ জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা দক্ষতার সঙ্গে এবং কোনো ধরনের বিঘ্ন ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে। রাজ্যের সব এলাকায় জ্বালানির মজুত নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় পুনরায় সরবরাহ প্রক্রিয়াও স্বাভাবিকভাবে চলছে।

গৃহস্থালি গ্রাহকদের জন্য এলপিজি সরবরাহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে এবং রাজ্যজুড়ে এলপিজি পরিষেবাও স্বাভাবিক রয়েছে। সমস্ত গ্রাহকের কাছে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখা হচ্ছে।

অয়েল ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জ্বালানির লজিস্টিকস, মজুত, স্থানান্তর এবং খুচরো বিক্রয় কার্যক্রমের ওপর নিবিড় সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করা হচ্ছে, যাতে রাজ্যের সর্বত্র নির্বিঘ্নে জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত থাকে। সাধারণ মানুষকে স্বাভাবিকভাবে জ্বালানি ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এস.এল.সি ত্রিপুরার এক আধিকারিক বলেছেন, “জনগণের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত জ্বালানি কেনা থেকে বিরত থাকার জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানানো হচ্ছে। জ্বালানি সরবরাহ সংক্রান্ত সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য শুধুমাত্র অয়েল মার্কেটিং কোম্পানিগুলির সরকারি বিজ্ঞপ্তির ওপর নির্ভর করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।”

প্রবীণ সাংবাদিক প্রদীপ চক্রবর্তী প্রয়াত

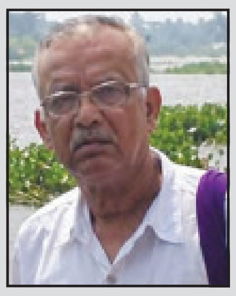

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। প্রবীণ সাংবাদিক তথা ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য প্রদীপ চক্রবর্তীর প্রয়াণে ত্রিপুরার সাংবাদিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রবিবার গভীর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পুটুনগরস্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, শুভানুধ্যায়ী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের সমস্যা, জীবনসংগ্রাম এবং সামাজিক বাস্তবতার কথা সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন প্রদীপ চক্রবর্তী। পেশার প্রতি নিষ্ঠা, সততা ও দায়বদ্ধতার জন্য তিনি সহকর্মীদের কাছে বিশেষভাবে সম্মানিত ছিলেন। প্রয়াত সাংবাদিকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথ এক শোকবার্তায় বলেন, প্রদীপ চক্রবর্তীর প্রয়াণে ত্রিপুরার সাংবাদিকতা জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মহিলারা আত্মনির্ভর হওয়ায় রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদ শক্তিশালী হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। মহিলাদের স্বশক্তিকরণের মাধ্যমে রাজ্যে সমাজ ব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছে। সমাজের এটা একটা বিরাট পরিবর্তন। মহিলারা হলো সবচেয়ে সহনশীল। তাদের নানা উদ্যোগের ফলে সমাজ উপকৃত হচ্ছে। বর্তমানে মহিলারা আত্মনির্ভর হওয়ায় রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদও শক্তিশালী হচ্ছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সমৃদ্ধি ২.০ এর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে শক্তিশালী করতে মহিলাদের স্বশক্তিকরণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। মহিলাদের স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ নেওয়ায় দেশের গ্রামীণ মহিলারা আজ আত্মনির্ভর হচ্ছেন। গ্রামীণ মহিলাদের আত্মনির্ভর হয়ে উঠার ক্ষেত্রে গ্রামীণ জীবিকা মিশনের বিরাট ভূমিকা

রয়েছে। রাজ্যে সমৃদ্ধি ১.০ এর সফলতা এসেছিল এক সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবসময় বলে থাকেন, মহিলাদের মধ্যে রয়েছে আত্মবিশ্বাস এবং সফলতা অর্জনের এক প্রবল আত্মশক্তি। আগামীদিনে মহিলাদের আরও বেশি স্বশক্তিকরণ ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়তে সহায়ক হবে। রাজ্য সরকারও মহিলাদের স্বশক্তিকরণের মাধ্যমে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে নানা কর্মসূচি রূপায়ণ করে চলেছে। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কাঁটাখালের জলে ডুবে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। খেলতে গিয়ে কাঁটাখালের জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল আড়াই বছরের এক শিশুকন্যার। মৃত শিশুটির নাম সাদবিকা সাউ। তার পিতার নাম ধর্মেন্দ্র সাউ। এই হৃদয়বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, প্রগতি রোড এলাকায় অপর এক শিশুর সঙ্গে খেলাধুলা করছিল সাদবিকা। সেই সময় অসাবধানতাবশত পাশের কাঁটাখালের জলে পড়ে যায় সে। ঘটনাটি নজরে আসতেই পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা শিশুটিকে খুঁজতে শুরু করেন।

দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর দুর্গা চৌমুহনি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে শিশুটির দেহ উদ্ধার করা হয়। পরে দ্রুত তাকে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিজেপিতে যোগদানের খবর ভিত্তিহীন বললেন বীরজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ মে ।। কৈলাসহর ৫৩ বিধানসভা কেন্দ্রের ছয়বারের বিধায়ক বীরজিৎ সিনহার বিজেপিতে যোগদান নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছিল। রাজ্যের একটি সংবাদমাধ্যমে এমন খবর প্রকাশিত হওয়ার পর শুরু হয় জোর চর্চা। তবে সেই জল্পনায় স্পষ্ট ইতি টানলেন প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতা নিজেই।

সংবাদটি নজরে আসার পর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা জানান, বিজেপিতে যোগদানের খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি বলেন, এর আগেও একদল চক্রান্তকারী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছিল। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় যখন কংগ্রেসের অত্যন্ত দুর্বল সময় চলছিল, তখন তিনিই দলের হাল ধরেছিলেন এবং সংগঠনকে টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বীরজিৎ সিনহা আরও বলেন, বর্তমানে একটি চক্রান্তকারী গোষ্ঠী তাঁকে রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের মিথ্যা খবর ছড়াচ্ছে। যদিও সেই গোষ্ঠী তাঁর নিজের দলের কি না, সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলেননি।

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, তিনি কংগ্রেসে ছিলেন, আছেন এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেসেই থাকবেন। ২০১৭ সালে কংগ্রেসের বিপদের সময় তিনি দল ত্যাগ করেননি। বরং একাই দলের হাল ধরেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন মাত্র দুইজন বিধায়ক। বীরজিৎ সিনহা জানান, ২০১৮ সালে একাই বিজেপির বিরুদ্ধে সারা রাজ্যে প্রার্থী দিয়ে লড়াই করেছিলেন।

আগামী দিনে গোটা ঊনকোটি জেলাসহ সমগ্র ত্রিপুরা জুড়ে কংগ্রেস সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে কাজ চালিয়ে যাবেন বলেও জানান তিনি। ২০২৪ সালের ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

নিট ইউজি প্রশ্ন ফাঁসে

গ্রেপ্তার কোটিংকর্তা

নয়াদিল্লি, ১৮ মে।। কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) সোমবার নিট-ইউজি ২০২৬ প্রশ্নফাঁস মামলায় মহারাষ্ট্রের এক কোচিং সেন্টারের পরিচালককে গ্রেফতার করেছে। এই গ্রেফতারের পর মামলায় মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০।

সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নাম শিবরাজ রঘুনাথ মোতেগাঁওকর। তিনি মহারাষ্ট্রের লাতুরে একটি কোচিং সেন্টার পরিচালনা করতেন এবং অভিযোগ, নিট প্রশ্নফাঁস চক্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এর আগে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হলেও পরে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করা হয়।

সূত্রের খবর, এই গ্রেফতারি নিয়ে খুব শীঘ্রই সিবিআই আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিতে পারে।

দেশজুড়ে নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস নিয়ে তদন্ত আরও জোরদার হওয়ার মধ্যেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, যার জেরে ৩ মে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা বাতিল করা হয়। এদিকে, দিল্লির একটি আদালত রবিবার নিট প্রশ্নফাঁস মামলার ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পরীক্ষার ফলাফলে বিভ্রাটের অভিযোগে কৈলাসহর মহাবিদ্যালয়ে এবিভিপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ডক্টর শ্যামল দাসের 'কালো গালে জুতা মারো তালে তালে' -এই স্লোগান দিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ্যকে রুমে তালাবন্ধী করে ছাত্র ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে কৈলাসহর কলেজে। এবিভিপি ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে এই আন্দোলন করা হয়েছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ডক্টর শ্যামল দাসের কুশপুত্তলিকা আগুনে পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে।

আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন ছাত্র নেতা সায়ন মালাকার, আয়ুস দেব, কঙ্কন পাল, অনুপ কান্তি মজুমদার, স্নেহা সূত্রধর সহ আরও অন্যান্য ছাত্র নেতৃত্বরা।

আন্দোলনের বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে কঙ্কন পাল জানান যে, বিগত কয়েক মাস পূর্বে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেমিস্টারের ছাত্র ছাত্রীদের রেজাল্ট প্রকাশের পর দেখা যায় যে, প্রচুর ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। এমনকি ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে বসে লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার পর রেজাল্ট প্রকাশের পর দেখা যায় যে, ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুপস্থিত। ছাত্র ছাত্রীরা দ্বাদশ শ্রেণিতে আশি কিংবা নব্বই শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম সেমিস্টারে ফেল করছে। যা কোনো ভাবেই বিশ্বাস করা যায় না।

এমনকি ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর ফের পরীক্ষা দিলেও একই নম্বর অনলাইনে দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া যেসব ছাত্র ছাত্রী ব্যক পাবার পর ফের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেও অনলাইনে সেইসব ছাত্র ছাত্রীদের ব্যক দেখানো হচ্ছে। ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-এর পক্ষ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মাতাবাড়ির প্রণামী বাক্সে মিলল বিদেশিমুদ্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ মে ।। দীর্ঘ প্রায় তিন মাস পর সোমবার খোলা হলো উদয়পুরের ঐতিহ্যবাহী মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের প্রনামী বাক্সগুলি। সকাল থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে থাকা মোট ১৬টি সিন্দুক ও প্রনামী বাক্স খুলে গণনার কাজ শুরু হয়, যা চলে দিনভর।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, প্রনামী বাক্স থেকে শুধুমাত্র ভারতীয় মুদ্রাই নয়, উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রাও। এর মধ্যে রয়েছে মার্কিন ডলার, সৌদি আরব ও কুয়েতের দিনার, নেপালের মুদ্রা এবং বাংলাদেশের টাকা। প্রশাসনের মতে, এই বৈদেশিক মুদ্রার উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির এখন আন্তর্জাতিক পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের কাছেও বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

প্রনামী গণনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য গোমতী জেলার জেলাশাসক দপ্তরের পক্ষ থেকে ১৬ সদস্যের একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। সকাল থেকেই শুরু হয় গণনার কাজ। মাঝেমধ্যে বৃষ্টির কারণে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটলেও প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পুরো প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

এই বিষয়ে ডেপুটি কালেক্টর চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় জানান, সন্ধ্যা ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে গণনার কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তিনি বলেন, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রাপ্ত অর্থ মন্দিরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে মন্দিরের সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ, পূজা-পার্বণ এবং ভক্তদের জন্য আরও উন্নত পরিষেবা প্রদান।

এদিনের প্রনামী গণনার সময় একটি বিশেষ ঘটনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সিআরপিএফ-এর জওয়ান বুদ্ধদেব ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভারতে প্রথম বুলেট ট্রেনের নক্সা প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (আইএএনএস) ।। ভারতীয় রেল সোমবার দেশের প্রথম বুলেট ট্রেনের নকশা প্রকাশ করেছে। এই ট্রেনটি মুম্বই-আহমেদাবাদ হাই-স্পিড রেল (এমএএইচএসআর) করিডরে চলবে।

রেল মন্ত্রক নয়াদিল্লিতে তাদের দফতরে প্রস্তাবিত বুলেট ট্রেনের একটি ছবি প্রদর্শন করেছে। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের প্রথম প্রস্তাবিত বুলেট ট্রেনের ছবি রেল মন্ত্রকে প্রদর্শিত হয়েছে। ছবিটি গেট নম্বর ৪-এ স্থাপন করা হয়েছে।

এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব লোকসভায় জানিয়েছিলেন, ৫০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ মুম্বই-আহমেদাবাদ হাই-স্পিড রেল করিডরটি মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাবে।

এই করিডরে মোট ১২টি স্টেশন থাকবে মুম্বই, থানে, বিরার, বোইসার, ভাপি, বিলিমোরা, সুরাট, ভরুচ, ভাডোদরা, আনন্দ, আহমেদাবাদ এবং সাবরমতী।

রেল মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গুজরাটের ভাপি, বিলিমোরা, সুরাট, ভরুচ, আনন্দ, ভাডোদরা, আহমেদাবাদ এবং সাবরমতী-সহ আটটি স্টেশনের ভিত্তি নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে মহারাষ্ট্রের থানে, বিরার এবং বোইসারে নির্মাণকাজ চলছে। পাশাপাশি বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্স (বিকেসি) স্টেশনে খননকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

প্রকল্পের সেতু নির্মাণ ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৭টি নদী সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গুজরাটে নর্মদা, মাহি, তাপ্তি এবং সাবরমতী নদীর উপর আরও চারটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুর কাজ চলছে। মহারাষ্ট্রেও আরও চারটি নদী সেতুর নির্মাণকাজ এগোচ্ছে।

ভূগর্ভস্থ বিকেসি স্টেশনে খননকাজ প্রায় ৯১ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়া ঘানসোলি এবং শিলফাটার মধ্যে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্রতলের নিচের সুড়ঙ্গ অংশও নির্মিত হয়েছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের আওতায় এই প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রাজ্যপালের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। উল্লেখ্য, রাজ্যপাল গতকাল নয়াদিল্লিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন।

জাগরণ
আগরতলা, ১৯ মে, ২০২৬ ইং
৪ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ঘুরিয়া দাঁড়াইল ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার

সাম্প্রতিক ধাক্কা কাটাইয়ায়ে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা এবং টাকার দর ধরিয়া রাখিতে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার হস্তক্ষেপের কারণে গত কয়েক সপ্তাহে ভারতের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারে কিছুটা টান পড়িয়াছিল। তবে মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই এটি এক লাফে বেশ অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।গত ৮ মে শেষ হওয়া সপ্তাহে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার এক ধাক্কায় ৬.২৯৫ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৬.৩ বিলিয়ন ডলার) বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধির ফলে ভারতের মোট রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৯৬.৯৮৮ বিলিয়ন ডলারে।এবারের এই ঘুরিয়া দাঁড়ানোর পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান রাখিয়াছে ভারতের সোনা বা গোল্ড রিজার্ভ। ওই সপ্তাহে ভারতের স্বর্ণ তহবিলের মূল্য ৫.৬৩৭ বিলিয়ন ডলার বাড়িয়া মোট ১২০.৮৫৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছিয়াছে। বিশ্ববাজারে সোনার দামের ঊর্ধ্বগতি এবং দেশের কৌশলী অবস্থান এতে সাহায্য করিয়াছে।রিজার্ভের সবচেয়ে বড় অংশটি ৫৬২ মিলিয়ন ডলার বেড়ে দাঁড়াইয়াছে ৫৫২.৩৮৭ বিলিয়ন ডলারে।আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের এই বিশেষ তহবিলটি ৮৪ মিলিয়ন ডলার বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৮.৮৭৩ বিলিয়ন ডলারে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার সর্বকালের রেকর্ড ভাঙিয়া ৭২৮.৪৯৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি এবং ডলারের তুলনায় টাকার মান (যা সম্প্রতি ৯৫-এর ঘর ছুঁয়েছিল) স্থিতিশীল রাখিতে আরবিআই বাজার থেকে ডলার বিক্রি শুরু করায় রিজার্ভ কমিতে শুরু করিয়াছিল।তবে মে মাসের এই শক্তিশালী প্রত্যাবর্তন ইঙ্গিত দিয়াছে যে, সাময়িক চাপ সামলে চীন, জাপান ও সুইজারল্যান্ডের পর বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার হিসাবে ভারত তাহার অবস্থান শক্ত রাখিয়াছে।

পশ্চিম এশিয়ার চলমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও লাফাইয়ায়ে বাড়িল ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার। টানা কয়েক সপ্তাহ পতনের পর গত ৮ মে শেষ হওয়া সপ্তাহে দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল এক ধাক্কায় ৬.২৯৫ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৬৯৬.৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। সম্প্রতি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়াছে।প্রসঙ্গত, বিশ্ববাজারে অস্থিরতার মধ্যে গত আগের সপ্তাহে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার প্রায় ৭.৭৯৪ বিলিয়ন ডলার কমিয়া ৬৯০.৬৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নামিয়া গিয়াছিল। তবে সদ্য সমাপ্ত সপ্তাহে একধাক্কায় রিকভার করিয়া নিল ভারতের ফরেক্স রিজার্ভ। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ আর সোনার মূল্যের উত্থানের কারণেই এই ইতিবাচক সংকেত।

আসলে চলতি বছরে ২৭ ফেব্রুয়ারি ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড ৭২৮.৪৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। তবে এর পরপরই পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ এবং সংকট শুরু হওয়ার কারণে বিশ্ব বাজারে ডলারের তুলনায় টাকার দাম কমিতে থাকে। এমনকি এখন তা ৯৫ এর গণ্ডি টপকাইয়া গিয়াছে। আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখিতে এবং টাকার পতন রুখিতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাজার থেকে অনবরত ডলার বিক্রি শুরু করিয়াছে। সেই কারণে টানা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়াই বৈদেশিক তহবিলের পরিমাণ কমছিল। কিন্তু মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরু হইতেই সেই ঘাটতি অনেকটাই পূরণ হইয়াছে।৮ মে শেষ হওয়া সপ্তাহে ভারতের স্বর্ণ ভাণ্ডারের মূল্য একলাফে ৫.৬৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পাইয়া ১২০.৮৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পৌঁছিয়া গিয়াছে। সামগ্রিক তহবিল বাড়িবার পেছনে এটিই সবথেকে বড় কারণ।এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদ ৫৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাড়িয়া ৫৫২.৩৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছিয়াছে। আর এই হিসেবের মধ্যে ডলারের পাশাপাশি ইউরো, পাউন্ড বা ইয়েনের মতো অন্যান্য আন্তর্জাতিক মুদ্রার দামের ওঠানামাও থাকিতেছে।এছাড়াও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কাছে থাকা এসডিআর এর পরিমাণ ৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাড়িয়া ১৮.৮৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হইয়াছে।

বক্সনগরে গ্যাস পরিষেবা নিয়ে চরম ভোগান্তি, ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৮ মে: বক্সনগরে রান্নার গ্যাস সংগ্রহ করতে গিয়ে নিত্যদিন চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। আরজিজি এলবি ইন্ডিয়েন গ্যাস এজেন্সির সামনে প্রতিদিন সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ লাইন। সকাল আটটা থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেলেও বহু গ্রাহক গ্যাস সংগ্রহ করতে পারছেন না বলে অভিযোগ।

গ্রাহকদের বক্তব্য, সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ ফেলে শুধুমাত্র রান্নার গ্যাস সংগ্রহের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। বর্তমান বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে গ্যাস পরিষেবার এই দুরবস্থা সাধারণ মানুষের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে।

উদয়পুরে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে ঘিরে ক্ষোভ, শিক্ষার্থীদের ছবি তুলে কোর্টে নোটিশ পাঠানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে: মন্দির নগরী উদয়পুরে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে। অভিযোগ, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে রাধাকিশোরপুর ট্রাফিক ইউনিট এখন সরকারি রাজস্ব আদায়ের নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানির পথে নেমেছে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাতায়াত করা অভিভাবকদের লক্ষ্য করে পেছন থেকে ছবি তুলে আদালতে নোটিশ পাঠানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, উদয়পুর শহরের সেন্ট্রাল রোড, নিউ টাউন রোড সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় প্রতিদিন যানজট লেগেই থাকে। অথচ যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার পরিবর্তে একাংশ ট্রাফিক কর্মী রাজস্ব আদায়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

অভিযোগের তির উঠেছে রাধাকিশোরপুর ট্রাফিক ইউনিটের এএসআই প্রদীপ বৈদ্য সহ কয়েকজন ট্রাফিক কর্মীর বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের দাবি, স্কুল ও টিউশনে সন্তানদের নিয়ে যাওয়া অভিভাবকদের বিভিন্ন সময় লক্ষ্য করে ছবি তুলে পরে কোর্টে পি আর কপি পাঠানো হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

অভিভাবকদের বক্তব্য, বর্তমান পরিস্থিতিতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই তারা সন্তানদের বাইকে করে স্কুল ও টিউশনে নিয়ে যান। কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এছাড়াও অভিযোগ উঠেছে, অনেক সময় ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরেও কারও ছবি তুলে ট্রাফিক কর্তাদের কাছে পাঠানো হলে তার ভিত্তিতেই নোটিশ জারি করা হচ্ছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের একাংশের দাবি, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি ও জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিবর্তে যদি শুধুমাত্র জরিমানা আদায়েই গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।

বহুপাক্ষিকতারসংকট এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংস্কারের অপরিহার্যতা

বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা বর্তমানে বৈধতার এক গভীর সংকটের মুখোমুখি। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের অনেকটা সময় জুড়ে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিটিও) বৈশ্বিক বাণিজ্যের মূল স্তম্ভ হিসেবে কাজ করেছে; এটি এমন একটি নিয়ম-ভিত্তিক কাঠামো প্রদান করেছিল যা নিরপেক্ষতা, পূর্বাভাসযোগ্যতা এবং ন্যায্যতার প্রতিশ্রুতি বহন করত। তবে বর্তমানে সেই প্রতিশ্রুতি ক্রমশ ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। ট্ঠঞ্জ-এর ওপর আস্থার এই অবক্ষয় কোনো একক ব্যর্থতার ফলাফল নয়, বরং এটি কাঠামোগতভারসাম্যহীনতা, নিয়মের অসম প্রয়োগ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনশীলগতিপ্রকৃতির সম্মিলিত প্রভাবের ফসল।

এই সংকটের মূলে রয়েছে বৈশ্বিক উৎপাদনের অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভবন এবং আগ্রাসী বাণিজ্য অনুশীলনের অব্যাহত উপস্থিতি। সময়ের পরিক্রমায়, সরবরাহ শৃঙ্খলগুলো একে অপরের ওপর গভীরভাবেনির্ভরশীল হয়ে উঠলেও সেগুলোর বণ্টন হয়েছে অসমভাবে; যেখানে মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর ওপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। যদিও এই কেন্দ্রীভবন কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে অধিকতর দক্ষ করে তুলেছে, তবুও এটি সেগুলোকে উল্লেখযোগ্যভাবে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণও করে তুলেছে। যেকোনো ধরনের বিঘ্নতা ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা পরিবেশগত যা-ই হোক না কেনএখন পুরো ব্যবস্থার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ফলে, সরবরাহ শৃঙ্খলের ভঙ্গুরতাকে এখন আর কেবল একটি অর্থনৈতিক উদ্বেগের বিষয় হিসেবে দেখা হয় না; বরং এটিকে ক্রমশ জাতীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক টিকে থাকার প্রশ্ন হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন এমন একগুচ্ছনীতিগত পদক্ষেপের সূচনা করেছে, যা বহুপাক্ষিকতার মৌলিক নীতিগুলোকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশ এখন অভ্যন্তরীণ স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে সংরক্ষণবাদী ব্যবস্থা, আগ্রাসীশিল্পনীতি এবং রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের মতো পদক্ষেপের দিকে ঝুঁকছে। যদিও এ ধরনের কৌশলগুলো স্বল্পমেয়াদে কিছুটা স্থিতিস্থাপকতা বা সুরক্ষা প্রদান করতে পারে, তবুও প্রায়শই এগুলো ডব্লিটিও-এর সহযোগিতামূলক চেতনা এবং আইনি কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে প্রযুক্তিগত ''চোকপয়েন্ট'' বা কৌশলগতনিয়ন্ত্রণবিন্দু, গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ শৃঙ্খলের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারে প্রবেশের সুযোগকে ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহার করার প্রবণতা একটি ব্যাপক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে: বাণিজ্য এখন আর কেবল অর্থনৈতিক বিনিময়ের বিষয় নয়, বরং এটি কৌশলগত ক্ষমতারও একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

ডব্লিটিও-এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি ধারণা হলো, প্রধান অর্থনীতিগুলোকে তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে সংস্থাটির ব্যর্থতাই বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। যখন নিয়মগুলো অসমভাবে প্রয়োগ করা হয় কিংবা নিয়ম কার্যকর করার প্রক্রিয়াগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন পুরো ব্যবস্থার ওপর আস্থার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। অনেক দেশের কাছেবিশেষ করে ''গ্লোবাল সাউথ'' বা বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর কাছেএই পরিস্থিতি এমন ধারণাকেই জোরালো করেছে যে, ডব্লিটিও এখন আর কোনো নিরপেক্ষ সালিশকারী বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে না। বরং এটিকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতির বাস্তবতার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিটিও) বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধার করা সংস্কার প্রচেষ্টার কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। যদিও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক ঐকমত্য রয়েছে, তবুও এটি কীভাবে অর্জন করা যায় সে বিষয়ে মতৈক্যের অভাব রয়েছে। সংস্কারের কাঠামো এবং বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্ক ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠেছে। ইয়াউন্দেতে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে, সদস্যরা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মৌলিক নীতিগুলোর প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে বৈষম্যহীনতা, স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তিমূলকতা এবং ঐকমত্য-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই নীতিগুলো দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র করেছে, যা নিশ্চিত করে যে

শ্রী রাজেশআগরওয়াল

আকার বা অর্থনৈতিক শক্তি নির্বিশেষে সকল সদস্যের বৈশ্বিক বাণিজ্য বিধি প্রণয়নে মতামত প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। তবে, এই নীতিগুলোর বাস্তব প্রয়োগ চাপের মুখে পড়েছে, বিশেষ করে বহুপাক্ষিক চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যদের উপদলগুলোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সম্পাদিত এই চুক্তিগুলোকে অনেকেইবিশেষ করে গ্লোবাল নর্থেঐকমত্য-ভিত্তিক বিধি প্রণয়নেরচ্যালেঞ্জগুলোর একটি বাস্তবসম্মত সমাধান হিসেবে দেখে। উন্নয়ন স্তর এবং জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য দ্বারা চিহ্নিত একটি সদস্য রাষ্ট্রে, জটিল বিষয়গুলোতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছে। বহুপাক্ষিক চুক্তিগুলো এগিয়ে যাওয়ার একটি পথ দেখায়, যা ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে অনিচ্ছুকদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়ে নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেয়; যেমনটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-এর আগে ১৯৪৭ সালের গ্যাট (শুল্ক ও বাণিজ্য বিষয়ক সাধারণ চুক্তি)-এ ব্যবস্থাটি বিদ্যমান ছিল।

এই বিষয়ে ভারতের অবস্থান একটি সতর্ক ভারসাম্য রক্ষার প্রতিফলন ঘটায়। নিয়ম প্রণয়নেবহুপাক্ষিক চুক্তির সম্ভাবনাকে স্বীকার করলেও, ভারত ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী সুরক্ষাব্যবস্থার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে এই ধরনের ব্যবস্থাগুলো বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাকে দুর্বল না করে। বহুপাক্ষিক চুক্তিগুলোকে অবশ্যই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মূল নীতিগুলোকে পাশ কাটাতে, বিদ্যমান আদেশগুলোকে দুর্বল করতে, বা অংশগ্রহণ না করা সদস্যদের অসুবিধায় ফেলতে দেওয়া উচিত নয়। বরং, এগুলো বহুপাক্ষিক কাঠামোকে প্রতিস্থাপন না করে বরং পরিপূরক হওয়া উচিত। ভারত একটি খাপছাড়া, চুক্তি-ভিত্তিক মডেলের পরিবর্তে, বহুপাক্ষিক চুক্তিগুলোকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাঠামোতে একীভূত করার জন্য একটি ব্যাপক ও পদ্ধতিগত পদ্ধতির পক্ষে।

সংস্কার বিতর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সংস্থাটির অতীতের আদেশগুলো পূরণে ব্যর্থতা। এটি অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য অসন্তোষের একটি প্রধান উৎস হয়ে রয়েছে। কৃষি, উন্নয়ন এবং বিশেষ সুবিধা প্রদানের মতো ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত এই অপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলো শুধু বিধি প্রণয়নেরঘাটতিই নয়, বরং বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থায়দীর্ঘদিনের বৈষম্য নিরসনের সুযোগ হাতছাড়াহওয়ারওপরিচায়ক।

বিশেষ করে কৃষি খাত এই ভারসাম্যহীনতার গভীরতা তুলে ধরে। উন্নত দেশগুলো তাদের কৃষি খাতে ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নমনীয়তা বজায় রাখে, যা তাদের কৃষকদের বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক থাকতে সক্ষম করে। একই সময়ে, উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের নিজেদের কৃষকদের কী ধরনের এবং কী পরিমাণ সহায়তা দিতে পারবে, সে বিষয়ে সীমাবদ্ধতারসম্মুখীনহয়। এই অসামঞ্জস্য কাঠামোগত অসুবিধাকে স্থায়ী করে, যা গ্লোবাল সাউথের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকাকে ক্ষুণ্ন করে এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রবাহকে বিকৃত করে।

কৃষির বাইরেও, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পরিচালনার জন্য আরও ন্যায়সঙ্গত কাঠামোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে। দ্রুত প্রযুক্তিগত অগ্রগতির এই যুগে, জ্ঞান, উদ্ভাবন এবং দক্ষতার সহজলভ্যতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান নির্ধারক হয়ে উঠেছে। তবুও, বিদ্যমান নিয়মগুলো প্রায়শই প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাসকে আরও শক্তিশালী করে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মূল্য শৃঙ্খলে উপরের দিকে ওঠার ক্ষমতাকে সীমিত করে। আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্য ব্যবস্থা তৈরির জন্য এই বৈষম্যগুলো নিরসন করা অপরিহার্য।

বিশেষ ও বৈষম্যমূলক আচরণ (এসঅ্যান্ডডিটি) নিয়ে বিতর্ক বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সংস্কারের জটিলতাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। মূলত স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অ-পারস্পরিক বাজার সুবিধা এবং বাণিজ্য প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অধিকতর নমনীয়তা প্রদানের জন্য পরিকল্পিত হলেও, এসঅ্যান্ডডিটি এখন একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠেছে। কিছু উন্নত দেশ যুক্তি দেখায় যে, স্ব-নির্ধারণের বর্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত অর্থনীতিগুলোকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য উদ্দিষ্ট বিধানগুলো থেকে সুবিধা ভোগ অব্যাহত রাখার সুযোগ করে দেয়। ভারত এই উদ্বেগগুলোকে স্বীকার করে, কিন্তু সামগ্রিক অর্থনৈতিক আকারের মতো খেয়ালখুশি মতো মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করে সরলীকৃত সমাধানের বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

এর পরিবর্তে, এসঅ্যান্ডডিটি যেন প্রকৃত উন্নয়নমূলক চাহিদা পূরণের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে থাকে, তা নিশ্চিত করার ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। এর জন্য আরও সূক্ষ্ম একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজনযা উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেবে এবং সেই অনুযায়ী নমনীয়তা তৈরি করবে। এই বিষয়টি আরও জটিল হয়ে ওঠে এই কারণে যে, অনেক উন্নত দেশ কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকির প্রাপ্যতার মাধ্যমে এমন সুবিধা ভোগ করে চলেছে, যাকে কখনও কখনও বিপরীত এসঅ্যান্ডডিটি বলা হয়। পরিশেষে, বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে এর সদস্যরাষ্ট্রগুলোরপরস্পরবিরোধী স্বার্থের সমন্বয় সাধন এবং অভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা পুনর্গঠনেরসক্ষমতার ওপর। এ ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলোনিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু এর গুরুত্ব এতটাই অপরিসীম যে, তা উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। একটি দুর্বল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিটিও) বিশ্ব অর্থনীতিকে এমন এক খণ্ডবিখণ্ড দশার দিকে ঠেলে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে, যা হবে একপাক্ষিকতা ও ক্ষমতার দাপটে চালিত দরকষাকষির দ্বারা সংজ্ঞায়িত। পক্ষান্তরে, একটি সংস্কারকৃত ও পুনরুজ্জীবিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার রয়েছে এমন এক অধিকতর স্থিতিস্থাপক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহযোগিতামূলকবিশ্বব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করার অপার সম্ভাবনা।

ভারতের সামগ্রিক বাণিজ্য কৌশলটি বহুপাক্ষিক মঞ্চগুলোতে সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক চুক্তি সম্পাদনের প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করে গড়ে উঠেছে। বাণিজ্য নীতি ক্রমশ অধিকতর জটিল হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটেযা বর্তমানে নিয়ন্ত্রণমূলক মানদণ্ড, ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের একীকরণকেও অন্তর্ভুক্ত করেসমমনা অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলো (এফএটিএ-এস) গভীরতর অর্থনৈতিক সংহতি সাধনের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তবে, চলমান সংস্কার বিষয়ক আলোচনাগুলোতে ভারতের গঠনমূলক অংশগ্রহণ এই গুরুদায়িত্বটির জরুরি প্রয়োজনীয়তা এবং এর অন্তর্নিহিত জটিলতাউভয় বিষয়কেই ভারতের স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি প্রতিফলিত করে। ভারসাম্যপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দূরদর্শী সংস্কারের পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে ভারত এটি নিশ্চিত করতে চায় যে, দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) যেন তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারেএমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে, যা কেবল বাণিজ্য পরিচালনাতেই সক্ষম নয়, বরং একটি অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ বিনির্মাণেও অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। অন্য যেকোনো কিছুর চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলো, ডব্লিউটিও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নিশ্চিততা, পূর্বানুমেয়তা, অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ, ন্যায্যতা এবং সরলতা নিশ্চিত করেযা মূলত একটি 'নিয়ম-ভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা' হিসেবেই পরিচিত।

লেখক বাণিজ্য দপ্তরের সচিব (প্রকাশিত মতামত একান্ত ব্যক্তিগত)

উদ্দাম সাদ্দাম

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্জী

সাদ্দাম হোসেন ছিলেন ইরাকের পঞ্চম রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। এর আগে তিনি ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি এবং ১৯৭৯ থেকে ১৯৯১ ও ১৯৯৪ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। আরব সোশ্যালিস্ট বাথ পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে তিনি বাথিজম নামক আরব জাতীয়তাবাদ ও আরব সমাজতন্ত্রের মিশ্র মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। সাদ্দামের নীতি ও ধারণাগুলো সম্মিলিতভাবে সাদ্দামবাদ নামে পরিচিত।

সুন্নি আরব পরিবারে জন্মগ্রহণকারী সাদ্দাম ১৯৫৭ সালে বিপ্লবী বাথ পার্টিতে যোগ দেন। ১৭ জুলাই বিপ্লবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যার মাধ্যমে বাথ পার্টি ক্ষমতা লাভ করে এবং আহমেদ হাসান আল-বকর রাষ্ট্রপতি হন এবং সাদ্দাম উপ-রাষ্ট্রপতি হন। উপ-রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সাদ্দাম ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানিকে জাতীয়করণ করেন, অর্থনীতির বহুমুখীকরণ করেন এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা চালু করেন। তিনি ইরাকের বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় ইরাক-কুর্দি যুদ্ধে কুর্দি বিদ্রোহ দমন করেন এবং ১৯৭৫ সালে ইরানের সাথে আলজিয়ার্স চুক্তি স্বাক্ষর করে ইরান-ইরাক সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করেন। ১৯৭৯ সালে আল-বকর পদত্যাগ করার পর সাদ্দাম আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার শাসনামলে দেশের ক্ষমতার পদগুলোতে মূলত সুন্নি আরবদের নিয়োগ দেওয়া হতো, যারা ইরাকের জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ ছিল।

২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোট ইরাক আক্রমণ করে সাদ্দামের শাসন উৎখাত করে। পরবর্তীতে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য ইরাকি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

আমেরিকা ইরানের যুদ্ধ

জর্জ ডব্লিউ বুশের নেতৃত্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ করে সাদ্দাম হোসেনের সরকারকে উৎখাত করে। এই অভিযানের প্রধান কারণগুলি ছিল:

গণবিধ্বংসী অস্ত্রের (ঢগ্ধঙ্ক) মিথ্যা অভিযোগ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য দাবি করেছিল যে সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে এবং তিনি সেগুলি তৈরি করছেন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের জন্য একটি হুমকি। পরবর্তীতে এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

সন্ত্রাসবাদের সাথে মিথ্যা সম্পর্ক: বুশ প্রশাসন সাদ্দাম হোসেনের সরকারের সাথে সন্ত্রাসী সংগঠন, বিশেষ করে আল-কায়েদার সম্পর্ক থাকার মিথ্যা অভিযোগ করে। তারা ইরাক যুদ্ধকে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' অংশ হিসেবে তুলে ধরে।

মানবাধিকারের অজুহাত: সাদ্দাম হোসেনের সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের রেকর্ড এবং ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকেও যুদ্ধের ন্যায্যতা হিসেবে দেখানো হয়েছিল।

তবে, অনেক বিশ্লেষক মনে করেন যে এর পেছনে অন্যান্য ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থও কাজ করেছিল। ইরাকের তেল সম্পদ এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাও এর একটি কারণ হতে পারে।

জাতিসংঘের ম্যান্ডেট ছাড়াই এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী অস্থিতিশীলতা, ব্যাপক প্রাণহানি এবং আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আসে।

সাদাম হোসেনের কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ নিচে উল্লেখ করা হলো:

তেল জাতীয়করণ: ১৯৭২ সালে সাদ্দাম হোসেন ইরাকের তেল কোম্পানিগুলোর জাতীয়করণ করেন। এর ফলে দেশটির অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে এবং তেল সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় সরাসরি ইরাকের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আসে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ইরাক তার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর আরও বেশি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: ১৯৭০-এর দশকে ইরাক দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। দেশটির বাজেট উদ্বৃত্ত ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায় এবং ইরাকি দিনারের মান তিন মার্কিন ডলারের বেশি ছিল।

সাদ্দাম হোসেনের সরকার তেল সম্পদের বাইরে অন্যান্য শিল্প যেমন পেট্রোকেমিক্যাল, সার উৎপাদন এবং বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতিকে বহুমুখী করার চেষ্টা করেছিল।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন: সাদ্দাম হোসেনের শাসনামলে ইরাকে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ, খনি শিল্পের প্রসার এবং অন্যান্য শিল্পের উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয় এবং দেশের প্রায় প্রতিটি শহরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়।

কৃষি উন্নয়ন: ১৯৭০-এর দশকের আগে ইরাকের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করত এবং প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ছিল কৃষক। সাদ্দাম হোসেনের বিভিন্ন কৃষি উন্নয়ন নীতির ফলে এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা: সাদ্দাম হোসেনের সরকার ইরাকের নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করে। এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা লাভ করে।

নারীর অধিকার: সাদ্দাম হোসেনের শাসনামলে নারীদের অধিকারের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। নারীরা সরকারি পদে নিয়োগ পেত এবং ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ লাভ করত।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা: তার শাসনামলে ইরাকে খ্রিস্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত। কোনো বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক সংঘাত বা জঙ্গি গোষ্ঠীর উত্থান দেখা যায়নি।

তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে সাদ্দাম হোসেনের শাসনকালে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং কঠোর স্বৈরশাসনও বিদ্যমান ছিল। বহু মানুষ তার সরকারের দমন-পীড়নের শিকার হয়েছিলেন।

সাদ্দাম হোসেনের শাসনকালে অনেক খারাপ কাজ সংঘটিত হয়েছিল। তার কিছু উল্লেখযোগ্য খারাপ কাজ নিচে উল্লেখ করা হলো:

মানবাধিকার লঙ্ঘন:

গণহত্যা ও জাতিগত নিধন: কুর্দিদের বিরুদ্ধে 'আনফাল' অভিযানের সময় ব্যাপক গণহত্যা ও জাতিগত নিধন চালানো হয়েছিল। ১৯৮৮ সালে হালাবজা শহরে রাসায়নিক গ্যাস ব্যবহার করে প্রায় ৫০০০ কুর্দিকে হত্যা করা হয়। এছাড়াও, ফায়লি কুর্দি ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর উপর নিপীড়ন চালানো হয়েছিল।

রাজনৈতিক দমন: সাদ্দাম হোসেনের সরকার বিরোধী মতাদর্শীদের কঠোরভাবে দমন করত। নির্বিচারে গ্রেফতার, কারাবাস, নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ড ছিল নিয়মিত ঘটনা।

গণকবর: ইরাকের বিভিন্ন স্থানে গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা সাদ্দাম সরকারের তুন্দ্ভ্রথব্লুষ্ঠ-র সাক্ষ্য বহন করে।

রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার: সাদ্দাম হোসেন ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং নিজ দেশের কুর্দি জনগণের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন।

নির্যাতন: বন্দীদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হতো। এর মধ্যে ছিল শারীরিক আঘাত, ধর্ষণ, বৈদ্যুতিক শক, উপবাস রাখা এবং অন্যান্য অমানবিক পদ্ধতি।

গুম: বহু মানুষকে গ্রেফতারের পর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

যুদ্ধ ও আগ্রাসন:

ইরান-ইরাক যুদ্ধ (১৯৮০-১৯৮৮): সাদ্দাম হোসেনের আগ্রাসী নীতির কারণে এই দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে উভয় পক্ষের বিপুল সংখ্যক মানুষ নিহত ও আহত হয়।

কুয়েতহুদ্রন্তুথন্থদ্রদ্র (১৯৯০): সাদ্দাম হোসেনের নির্দেশে ইরাকি বাহিনী কুয়েত দখল করে নেয়, যা পরবর্তীতে উপসাগরীয় যুদ্ধের জন্ম দেয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বলেরো গাড়ি করে এক ব্যক্তিকে অপহরণ কাণ্ডে সোমবার পশ্চিম থানার পুলিশ চারজনকে আটক করে আদালতে প্রেরণ করে।

সংলাপ ও কূটনীতিতেই সমাধান, নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার পক্ষে ভারত-নরওয়ে: মোদি

অসলো, ১৮ মে: ইউক্রেন ও পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে শান্তি ও কূটনৈতিক সমাধানের পক্ষে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী। সোমবার নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গার স্টোরের সঙ্গে বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ভারত ও নরওয়ে উভয়ই নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা, সংলাপ এবং কূটনীতিতে বিশ্বাসী।

মোদি বলেন, "ভারত এবং নরওয়ে মনে করে কোনও সমস্যার সমাধান সামরিক সংঘাতে সম্ভব নয়। ইউক্রেন হোক বা পশ্চিম এশিয়া, চলমান সংঘাতের দ্রুত অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোনও উদ্যোগকে আমরা সমর্থন করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব।"

তিনি আরও বলেন, ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার জরুরি। একইসঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সব রূপের বিরুদ্ধে যৌথ অবস্থানের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

এই বৈঠকে ভারত-নরওয়ে সম্পর্ককে 'গ্রিন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-এর স্তরে উন্নীত করার ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ভারতের গতি, দক্ষতা ও প্রতিভার সঙ্গে নরওয়ের প্রযুক্তি এবং মূলধনের সমন্বয় ঘটিয়ে বিশ্বমানের সমাধান তৈরি করা হবে। মোদি বলেন, "পরিষ্কার শক্তি, জলবায়ু সহনশীলতা, ব্লু ইকোনমি এবং গ্রিন শিপিং একাধিক ক্ষেত্রে দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্ব নতুন দিগন্ত খুলবে।"

তিনি আরও জানান, গত বছর ভারত ও ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য জোটের (ইএফটিএ) মধ্যে ঐতিহাসিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি কার্যকর হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে আগামী ১৫ বছরে ভারতে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ এবং ১০ লক্ষ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নরওয়ের আর্কটিক অঞ্চলে ভারতের গবেষণা কেন্দ্র 'হিমাদ্রি'-র কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য নরওয়েকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং নরওয়েজিয়ান স্পেস এজেন্সির মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) মহাকাশ গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলেও তিনি জানান।

মোদি বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তন, ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র রক্ষা এবং মানবতার ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় দুই দেশের বিজ্ঞানীরা যৌথভাবে কাজ করবেন।"

বেঙ্গল ভোট: মুর্শিদাবাদের দুই ঘটনায় রিপোর্ট তলব নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ১৮ মে: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের নতুন মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, অর্থ ও শিক্ষা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এদিনের আলোচ্যসূচিতে রয়েছে।

অর্থ দফতরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে আসছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিতর্ক। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সমপর্যায়ে ডিএ প্রদান এবং সেই সংক্রান্ত বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। নির্বাচনের আগে বিজেপির সংকল্পপত্রে করা প্রতিশ্রুতি এবং সুপ্রিম কোর্ট-এর নির্দেশ অনুযায়ী, ২০০৮ থেকে ২০১৯ সালের জমে থাকা ডিএ বকেয়ার ২৫ শতাংশ অগ্রিম কীভাবে পরিশোধ করা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট পূর্ববর্তী সরকারকে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে বকেয়ার ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তবে অভিযোগ, আগের মমতা ব্যানার্জী নেতৃত্বাধীন সরকার সেই নির্দেশ কার্যকর করা এড়িয়ে যায়। শিক্ষাক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্য পরিচালিত ও রাজ্য-পোষিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ভর্তি প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে পরিচালনার বিষয়ে নীতি নির্ধারণ হতে পারে। রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলির প্রভাবমুক্ত ভর্তি ব্যবস্থার ওপরও জোর দেওয়া হতে পারে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য জমি হস্তান্তরের অগ্রগতি নিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। বাংলাদেশের সঙ্গে অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করাই এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য বলে জানা গেছে। এছাড়া, চলতি মাসে প্রকাশিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মেধাবী ও শীর্ষস্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। উচ্চমাধ্যমিকে শীর্ষস্থান অর্জনকারী ছাত্র অদ্রিত পাল-এর সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলেও তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্যের সিবিএসই ও আইএসসি পরীক্ষার কৃতী ছাত্রছাত্রীদেরও সম্মানিত করা হবে।

ভারত-নরওয়ের 'গ্রিন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ' গোটা বিশ্বের জন্য উপকারী হবে: মোদি

অসলো, ১৮ মে: ভারত ও নরওয়ের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'গ্রিন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-এর স্তরে উন্নীত করার ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গার স্টোরে-র সঙ্গে বৈঠকের পর অসলোয় যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে মোদি বলেন, এই অংশীদারিত্ব শুধু দুই দেশের জন্য নয়, গোটা বিশ্বের জন্যও উপকারী হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিশ্ব বর্তমানে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ইউক্রেন থেকে পশ্চিম এশিয়া বিশ্বের নানা প্রান্তে সংঘাত চলছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত ও ইউরোপের সম্পর্ক এক নতুন স্বর্ণযুগে প্রবেশ করছে।"

তিনি উল্লেখ করেন, গত বছর ভারত ও ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য জোট (ইএফটিএ)-এর মধ্যে ঐতিহাসিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি কার্যকর হয়েছে। তাঁর কথায়, এই চুক্তি ভারত ও নরওয়ের যৌথ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির একটি নীলনকশা। আগামী ১৫ বছরে ভারতে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ এবং ১০ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে।

মোদি জানান, পরিষ্কার শক্তি, জলবায়ু সহনশীলতা, ব্লু ইকোনমি এবং গ্রিন শিপিংয়ের মতো ক্ষেত্রে ভারতের গতি, দক্ষতা ও প্রতিভার সঙ্গে নরওয়ের প্রযুক্তি এবং মূলধনের সমন্বয় ঘটবে। এর ফলে দুই দেশের সংস্থাগুলি বিশ্বমানের সমাধান তৈরিতে কাজ করতে পারবে। নরওয়েকে ভারতের আর্কটিক গবেষণা কেন্দ্র 'হিমাদ্রি'-র কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং নরওয়েজিয়ান স্পেস এজেন্সির মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) দুই দেশের মহাকাশ সহযোগিতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মোদি বলেন, "এই সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বোঝা, ভঙ্গুর পরিবেশ রক্ষা এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় দুই দেশের বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।"

গত বছর জম্মু ও কাশ্মীরের পাহালগাম-এ জঙ্গি হামলার পর ভারতের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নরওয়েকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সেই কঠিন সময়ে নরওয়ে প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছে।

এছাড়া স্থায়িত্ব, মহাসাগরীয় শক্তি, ভূতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে গবেষণা সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে দুই দেশ একমত হয়েছে বলেও জানান তিনি। সামুদ্রিক অর্থনীতি, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং দক্ষতা উন্নয়ন ক্ষেত্রেও সহযোগিতা জোরদার করা হবে। মোদি আরও জানান, নরওয়ে এখন ইন্দো-প্যাসিফিক মহাসাগর উদ্যোগ-এ যোগ দিচ্ছে। পাশাপাশি ভারত ও নরওয়ে একটি ত্রিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগিতা চুক্তিতেও সই করেছে, যার মাধ্যমে গ্লোবাল সাউথ দেশগুলিতে ভারতের ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো প্রকল্পের মাধ্যমে মানব উন্নয়নে সহায়তা করা হবে।

অভূতপূর্ব জয়, কেরলে নতুন রাজনৈতিক যুগের সূচনা: খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: কেরলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভি. ডি. সাথীসান-এর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে উল্লেখ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সোমবার তিনি বলেন, কেরলে এক নতুন রাজনৈতিক যুগের সূচনা হচ্ছে এবং এই জয় একেবারেই নজিরবিহীন।

শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে খাড়গে বলেন, "আজ অত্যন্ত আনন্দের দিন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রিসভার সদস্যরাও শপথ নেবেন। এমন বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা আগে কখনও দেখা যায়নি। এই ধরনের বিপুল জনসমর্থন প্রথমবার এসেছে এবং সবাই অত্যন্ত আনন্দিত।"

অন্যদিকে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা রমেশ চেন্নিথালা বলেন, কেরলের মানুষের জন্য দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, ১০ বছর পর ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)-এর ক্ষমতায় ফেরা জনগণের পরিবর্তনের পক্ষে রায়।

তিনি বলেন, "কেরলের মানুষ ১০ বছরের এলডিএফ শাসন প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন মানুষের কাছে সুশাসন পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।"

এদিকে সেন্ট্রাল স্টেডিয়াম-এ শপথ অনুষ্ঠানের জন্য জোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়। হাজার হাজার সমর্থক অনুষ্ঠানস্থলে ভিড় করেন।

প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমেন চান্ডি-র নেতৃত্বে কংগ্রেস শেষবার কেরলে ক্ষমতায় এসেছিল। প্রায় ১৫ বছর পর ফের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ) ক্ষমতায় ফিরল। কেরলের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকার পুরো মন্ত্রিসভাকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন। এর মাধ্যমে পিনারাই বিজয়ন-এর নেতৃত্বাধীন সিপিআই(এম)-এর এক দশকের শাসনের অবসান ঘটল।

রাজ্যের ১৪০ সদস্যের বিধানসভায় ইউডিএফ ১০২টি আসনে জয় পেয়েছে। কংগ্রেস একাই রেকর্ড ৬৩টি আসন জিতে রাজ্যে তাদের সেরা ফল করেছে।

সাসারাম স্টেশনে যাত্রীবাহী ট্রেনে আগুন, বড় দুর্ঘটনা এড়াল রেল

পাটনা, ১৮ মে: বিহারের রোহতাস জেলার সাসারাম রেলস্টেশনে সোমবার সকালে হঠাৎ আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সাসারাম-পাটনা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার (৫৩২১২) ট্রেনের একটি সাধারণ কামরায় আগুন লাগে বলে জানা গেছে। তবে স্বস্তির খবর, ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। রেল সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে ট্রেনটি ছাড়ার কথা ছিল। তার আগেই প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৬-এ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ইঞ্জিন থেকে পঞ্চম কামরায় শর্ট সার্কিটের জেরে আগুন লাগে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো কামরাটি আগুনে গ্রাস হয়ে যায়।

ঘটনার সময় ট্রেনটি এখনও যাত্রা শুরু করেনি এবং যাত্রীরা সংশ্লিষ্ট কামরা থেকে নেমে গিয়েছিলেন। ফলে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।খবর পেয়ে রেল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে ক্ষতিগ্রস্ত কামরাটি ট্রেন থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী রাজেশ কুমার জানান, প্রথমে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। তাঁর অভিযোগ, রেল কর্মী ও দমকল বাহিনীর পৌঁছতে দেরি হওয়ায় আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) সূত্রে জানানো হয়েছে, সকাল ৬টা নাগাদ আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। পরে দমকল বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সাসারামের এক আরপিএফ আধিকারিক জানান, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত কামরাটি সরিয়ে নেওয়ার পর প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্বে ট্রেনটি পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

আরেক আধিকারিক সঞ্জীব কুমার জানান, আগুন একটি কামরাতেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সময়মতো তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। যাত্রী বা রেলকর্মীদের কেউ আহত হননি।

বিহারের সিওয়ানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ অভিযুক্ত, সোনার ডাকাতি মামলায় গ্রেফতার

পাটনা, ১৮ মে: বিহারের সিওয়ান জেলার মায়ারওয়া থানার অধীনে সোমবার পুলিশ ও দুষ্কৃতীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এই অভিযানে সোনার দোকানে বড় ডাকাতি মামলায় জড়িত এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গুলির লড়াইয়ের সময় অভিযুক্তের দুই পায়েই গুলি লাগে। পরে আহত অবস্থায় তাকে আটক করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে পাটনায় পাঠানো হয়।গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তের নাম অঙ্কিত কুমার সিং (২৬)। তিনি শ্রীনিবাস সিংয়ের ছেলে এবং সিসওয়ান থানা এলাকার চাঁদপুর ঘুরঘাট গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশের দাবি, গত ৬ মে জিরাদেই থানা এলাকার জামাপুর বাজারের একটি গয়নার দোকানে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার সোনা লুটের ঘটনায় তিনি জড়িত ছিলেন।

তদন্তকারীরা জানান, অভিযুক্তের গতিবিধি সম্পর্কে নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার পর পুলিশ নজরদারি বাড়ায়। খবরের ভিত্তিতে একটি বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়। অভিযোগ, অঙ্কিত সিওয়ানের মৈরওয়া ব্লকের দিকে যাচ্ছিলেন। বেদোলি মোড়ের কাছে পুলিশকে দেখতে পেয়েই তিনি গুলি চালান। এরপর পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে শুরু হয় সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র সংঘর্ষ। পুলিশের গুলিতে অঙ্কিতের দুই হাঁটুতে আঘাত লাগে এবং তিনি ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন। এরপরই তাকে গ্রেফতার করা হয়। আহত অভিযুক্তকে প্রথমে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসকেরা তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বিশেষ চিকিৎসার জন্য পাটনায় পাঠান। পুলিশ সূত্রে দাবি, গুলি তার দুই হাঁটু ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।সিওয়ানের পুলিশ সুপার পুরান কুমার ঝা জানান, সোনার ডাকাতি মামলার অভিযুক্ত সিওয়ানের মৈরওয়ার দিকে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযুক্ত গুলি চালালে পুলিশ পাল্টা ব্যবস্থা নেয় এবং তিনি আহত হন।

ঘটনায় জড়িত বাকি অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ আরও তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদের ১৭ আসনে দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের ঘোষণা, ভোট ১৮ জুন

মুম্বই, ১৮ মে: নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) সোমবার দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদের ১৭টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করেছে। আগামী ১৮ জুন ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোটগণনা হবে ২২ জুন।নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, ২৫ মে বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১ জুন, মনোনয়ন যাচাই ২ জুন এবং প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন ৪ জুন। ২০২২ সাল থেকে বিভিন্ন কারণে খালি পড়ে থাকা এই আসনগুলিতে এবার নির্বাচন হতে চলেছে। স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলিতে দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়ায় এবং নির্ধারিত শর্ত পূরণ না হওয়ায় নির্বাচন আটকে ছিল।নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রের নির্বাচন আয়োজন করতে হলে অন্তত ৭৫ শতাংশ স্থানীয় সংস্থা কার্যকর থাকতে হবে এবং অন্তত ৭৫ শতাংশ ভোটার তালিকা সক্রিয় থাকতে হবে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কমিশনকে জানান যে সংশ্লিষ্ট সব কেন্দ্রেই এই শর্ত পূরণ হয়েছে।এর ফলে স্থগিত থাকা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ফের শুরু করার পথ প্রশস্ত হয়েছে বলে কমিশন জানিয়েছে।এদিকে, নাগপুর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রের একটি অতিরিক্ত আসনেও একই দিনে ভোট হবে। এই আসনটি শূন্য হয়েছিল চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে পদত্যাগ করার পর।

নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে। ফলে ভোট প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত নতুন নীতি ঘোষণা, প্রশাসনিক বদলি বা বড় সরকারি প্রচার সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে।রাজনৈতিক মহলের মতে, সাম্প্রতিক স্থানীয় নির্বাচনে মহাযুতি জোটের বড় সাফল্যের কারণে এই নির্বাচনে শাসক শিবির সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে মহা বিকাশ আগাড়ি-র সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নির্বাচনগুলিতে ভালো ফল করলে দেবেন্দ্র ফড়নবী নেতৃত্বাধীন মহাযুতি জোট বিধান পরিষদে আরও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাতে পারে।

Affidavit

আমি, রুহেলা বেগম (Ruhela Begam) স্বামী আব্দুল খালেক, গ্রাম-দুর্গানগর, ডাকঘর কে.কে. নগর, থানাবিশালগড়, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা-এর বাসিন্দা, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার নাম আমার ছেলের পাসপোর্টে "রুহেলা বেগম" (Ruhela Begam) এর পরিবর্তে "রুহেলা বেগাম"(Ruhela Begum) হিসেবে রয়েছে। তাই আমি উল্লেখ করতে চাই ১৮ মে, ২০২৬ এর এফিডেভিট মূলে আমার এই দুটি নামই যেন গ্রহণযোগ্য হয়। অর্থাৎ ১৮-০৫-২০২৬ তারিখে বিশালগড়ে নোটারি পাবলিকের সম্মুখে প্রদত্ত হলফনামা নং ৫০১৮ অনুযায়ী, "রুহেলা বেগম" (Ruhela Begam) এবং "রুহেলা বেগাম" (Ruhela Begum) উভয় নামই একই ব্যক্তি।

ইডি অভিযানেও গোয়ায় বিজেপিকে বাঁচানো যাবে না: আতিশীর দাবি

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: আতিশি মারলেনা সোমবার দাবি করেছেন, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র অভিযান চালিয়েও গোয়ায় বিজেপিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।দিল্লি এবং গোয়ায় আম আদমি পার্টি (আপ) নেতা দীপক সিংলা ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে অর্থপাচার মামলায় ইডির তল্লাশি অভিযানের পরেই এই মন্তব্য করেন তিনি।

সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ প্রকাশিত একটি ভিডিও বার্তায় আতিকশী বলেন, "ইডি অভিযান করেও গোয়ায় বিজেপিকে বাঁচানো যাবে না।"তিনি অভিযোগ করেন, অতীতেও নির্বাচনের সময় বিজেপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইডিকে ব্যবহার করেছে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের সময় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-এর বিরুদ্ধে একই কৌশল নেওয়া হয়েছিল।

আতিশীর অভিযোগ, নির্বাচনের সময় তৃণমূল নেতাদের লক্ষ্য করে তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং বহু কর্মীকে জেলে পাঠানো হয়। পরে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়।

তিনি আরও দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের পর পাঞ্জাবে আপ নেতাদের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, যারা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

আপ নেতা সঞ্জীব অরোরা-র প্রসঙ্গও টেনে আতিশী দাবি করেন, বিজেপিতে যোগ দিতে অস্বীকার করার পরই তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়।গোয়াকে বিজেপির পরবর্তী রাজনৈতিক লক্ষ্য বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর দাবি, গোয়ার মানুষ বিজেপি সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং রাজ্যে আপের জনপ্রিয়তাও বাড়ছে।

দীপক সিংলার বাড়িতে ইডির অভিযানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিযোগ করে আতিকশী বলেন, প্রায় ১৫টি ইডি গাড়ি এবং ৫০ জনের মতো আধিকারিক এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন।

তাঁর অভিযোগ, আপের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মী নেটওয়ার্ক এবং জনসংযোগের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে।

তিনি স্পষ্ট জানান, এ ধরনের অভিযানে আপ ভয় পাবে না। আতিকশীর কথায়, "গোয়ার মানুষ সব দেখছেন। বিজেপি গোয়াকে ধ্বংস করেছে, আর ইডি অভিযান করেও দলকে বাঁচানো যাবে না।"

মোদির অসলো সফর ভারত-নরওয়ে অংশীদারিত্বের ক্রমবর্ধমান গভীরতার প্রতিফলন: নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী

অসলো, ১৮ মে: ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকা সংরক্ষণবাদী প্রবণতার মধ্যে নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে ভারত ও নরওয়ের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিলেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গার স্টোরে। সোমবার প্রধানমন্ত্রী -র সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে স্টোর বলেন, "যাঁরা কূটনীতি, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তিকে চাপ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের একজোট হতে হবে। ক্রমবর্ধমান সংরক্ষণবাদ ও জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সময়ে নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার পক্ষে একসঙ্গে দাঁড়ানো আগের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি।" তিনি বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে ভারত ও নরওয়ের মধ্যে সরাসরি আলোচনা হয়েছে এবং এই ধরনের যোগাযোগকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

স্টোর আরও বলেন, সব বিষয়ে ভারত ও নরওয়ের মত এক নাও হতে পারে, তবে উভয় দেশই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমে মতপার্থক্য সামলায়। তাঁর কথায়, "ভারত এবং নরওয়ে সব বিষয়ে একমত না-ও হতে পারে। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল আমরা বিশ্বাস করি সহযোগিতা একতরফা পদক্ষেপ বা বিচ্ছিন্নতার চেয়ে ভালো ফল দেয়, বিশেষ করে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে।" মোদির নরওয়ে সফরের তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন, অনিশ্চয়তা, দ্রুত পরিবর্তন, মেরুকরণ এবং সংঘাতে ভরা বিশ্বে সমমনা দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ আরও জোরদার করা প্রয়োজন।স্টোরের মতে, "ভৌগোলিক অবস্থান, সংস্কৃতি, আকার বা ইতিহাসে পার্থক্য থাকলেও ভারত ও নরওয়ে একসঙ্গে কাজ করে অনেক কিছু অর্জন করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সফর দুই দেশের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব এবং যৌথ উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।" তিনি জানান, ভারত ও নরওয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'গ্রিন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'-এর স্তরে উন্নীত করছে। এর মাধ্যমে সবুজ পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জ্ঞান, সম্পদ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভাগ করে নেওয়ার নতুন কাঠামো তৈরি হবে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ডায়াবেটিসের নিশ্চিত নিরাময় লুকিয়ে রয়েছে রান্নাঘরেই

অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ হয়। আর সেই ক্ষরণ যদি একেবারেই কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় তখনই রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়। এই অবস্থাকেই বলা হয় ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিসে একবার আক্রান্ত হলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় মাত্র। আজীবনের জন্য কখনই সেরে যায় না। বিশেষ কোনও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে তেমনও নয়।

তবে বিশ্বজুড়েই বাড়ছে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা। ছোট থেকে বড় সকলেই আক্রান্ত এই অসুখে। ডায়াবেটিস ২ রকম। টাইপ ১ এবং টাইপ ২। যদিও টাইপ ২ ডজায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যাই বর্তমানে বেশি।

টাইপ ১ ডায়াবেটিস প্রধানত জিনগত। বংশপরম্পরায় যে ডায়াবেটিস আসে তা হল টাইপ ১ ডায়াবেটিস। গর্ভাবস্থাতেও অনেকে ডায়াবেটিসের শিকার হন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে এই মুহূর্তে বিশ্বে ৪২ কোটি ডায়াবেটিসের রোগী সম্পূর্ণ ভাবে ইনসুলিনের উপর নির্ভরশীল। নিয়মিত ভাবে তাঁদের ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। আর তাই এক্ষেত্রে সব সময় ওষুধ্র ভরসায় না থেকে ঘরোয়া প্রতিকারেও জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। তেমনই একটি প্রতিকার হল জায়ফল। জায়ফল সব রান্নাঘরেই থাকে। বিশেষত শীতের দিনে। কেক বানানোর সময় জায়ফল মিশিয়ে দিতে পারলে সুগন্ধ পাওয়া যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতেও তাই ভূমিকা রয়েছে জায়ফলের। জায়ফল রক্তে শর্করার মাত্রা নি.ন্ত্রণে রাখতে খুব ভাল কাজ করে। তবে ব্যবহার করার আগে একবার চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে। এর আরেকটি গবেষণায় বলা হয়েছে, জায়ফলের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ট্রাইগ্লিসারাইড এবং কোলেস্টেরল কমাতে দারুণ ভাবে সায্য করে। কোলেস্টেরল বাড়তে থাকলে ব্রেন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

আবার পুরুষদের যৌনক্ষমতা বাড়াতেও দারুণ কাজ করে জায়ফল। যে সব পুরুষের বিবাহিত জীবনে যৌনতা একেবারে মরে গিয়েছে তাঁরা পুণরায় উন্মাদনা ফিরে পেতে চাইলে রোজ জায়ফল খেলে কাজ হবে। জায়ফলের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি গুণ। আর তাই বাতের ব্যথা কমাতে, হৃদরোগ ঠেকাতে, ই কোলাই ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ রুখতেও খুব ভাল কাজ করে জায়ফল। নিয়মিত ভাবে জায়ফল খেলে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ অনেকটাই ঠেকানো যায়। শীতকালে মনখারাপ, ডিপ্রেশন বাড়ে। চিন্তা নেই রান্নাঘরে একটু জায়ফল থাকলেই কাজ হয়ে যাবে। জায়ফল দিয়ে কেক, পোলাও বানিয়ে খান। স্ট্রেস হরমোন থাকবে নিয়ন্ত্রণে।

বছর শেষে জ্বরে পড়লেন? চুমুক দিন এই ভেষজ চায়ে

শীতের আমেজ টের পাচ্ছে বঙ্গবাসী। আলমারি থেকে নেমেছে সোয়েটার, পুলওভার, মাফলার, কম্বল। রোজ বাজার থেকে আসছে পালং শাক, মেথি শাক, মুলো, বিট, গাজর, বেগুন, কমলালেবু। তার পাশাপাশি নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, কাশি, কফ জমে যাওয়ার সমস্যাও লেগে রয়েছে। অর্থাতমরশুমি সবজি খেয়েও রোগ প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। কিন্তু মরশুমি সবজি খেয়েই আপনার উপকার হতে পারে। ঠাণ্ডা লাগলে বেশিরভাগ মানুষ ভেষজ চায়ের খোঁজে থাকেন। এই সুযোগে চুমুক দিতে পারেন পার্সলে পাতার তৈরি চায়ে।

পার্সলে চায়ের উপকারিতা-

পার্সলে পাতার চা আয়রন সমৃদ্ধ। এই চা পান করলে রক্তাল্পতার ঝুঁকি কমে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্ন হয়। পার্সলে পাতায় ফলিক অ্যাসিড রয়েছে যা হোমোসিস্টাইনের প্রভাব প্রতিরোধ করে রক্তনালীগুলোকে ভাল রাখে। এতে হার্টের ক্ষতি এড়ানো যায়। এছাড়া পার্সলে পাতার চায়ে ভিটামিন সি এবং ভিটামিন এ রয়েছে। এই পুষ্টি ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে। তাছাড়া এই চায়ের মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। সব মিলিয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে পার্সলে চা। পার্সলে পাতায় ভিটামিন কে রয়েছে যা হাড়ের গঠনে সাহায্য করে। বাতের ব্যথা, গাঁটের ব্যথার মতো সমস্যা প্রতিরোধ করতে পার্সলে চা পান করুন। অস্টিওপরোসিস ঝুঁকি প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পার্সলে চা। তাছাড়া এই চা আপনার দাঁতকে মজবুত করতেও সাহায্য করে। পার্সলে চা হাড়ের ঘনত্ব বাড়ায় এমন বেশ কয়েকটি প্রোটিনকে সক্রিয় করাতে সাহায্য করে।

ক্যানসারের কোষকে বৃদ্ধি হতে দেয় না পার্সলে চা। পার্সলে পাতার মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফ্ল্যাভোনয়েড এবং ক্যারোটিনয়েড রয়েছে যা কোষকে অক্সিডেটিভ চাপ ও ফ্রি র্যাডিকেলের হাত থেকে রক্ষা করে। পার্সলে পাতায় থাকা ফ্ল্যাভোনয়েডগুলি স্থূলতা এবং কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি হ্রাস করতে সাহায্য করে। এছাড়া লুটেইন ক্যারোটিনয়েড স্তন ক্যানসারের কোষকে বাড়তে দেয় না।

পার্সলে চা তৈরির রেসিপি-

১ চা চামচ শুকনো পার্সলে পাতার সঙ্গে ১ টেবিল চামচ তাজা পার্সলে পাতা মিশিয়ে নিন। সসপ্যানে জল গরম বসান। জল ফুটে উঠলে এতে ওই পার্সলে পাতার মিশ্রণটা ফেলে দিন। এরপর গ্যাস বন্ধ করে দিন। চা ছেঁকে নিন। পার্সলে চায়ে এক চামচ মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন।

শীতে রোজ এই ৫ সবজির জুস খেতে পারলে শরীর ভাল থাকবে

ডিসেম্বর পড়তেই জাঁকিয়ো ঠাণ্ডা পড়েছে। যদিও কলকাতায় শীতের তেমন আমেজ উপভোগ করা যাচ্ছে না। ঠাণ্ডার মজা নিতে অধিকাংশ মানুষই এখন পাহাড়মুখী। এমনকী শহরতলিতেও বিশেষ ঠাণ্ডার প্রকোপ নেই। তবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে খানিক বেড়েছে ঠাণ্ডা। গরম থেকে যাঁরা হঠাতকরে শীতের জায়গায় যাচ্ছেন তাঁদের একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

মূলত পেটের সমস্যা। খাবার কিছুতেই হজম হতে চায় না। সেই সঙ্গে সর্দি, কাশি, বুকে কফ জমা এসব তো লেগেই থাকে। যে কোনও সংক্রমণজনিত ব্যাধি বাড়ে এই শীতেই। আর তাই শীতে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয় সকলকেই। যাঁরা ঠাণ্ডার জায়গায় থাকেন তাঁরা যদি এই জুস খেতে পারেন তাহলে যেমন উপকার পাবেন তেমনই ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে এই সবজির জুস শরীরের জন্য খুব ভাল।

শীতকালে বাজারে প্রচুর পরিমাণ সবজি পাওয়া যায়। টাটকা সেই সব সবজি দেখলেই ব্যাগ ভরিয়ে নেওয়ার লোভ হয়। হলুদ, বিট, গাজর, আমলা এই সব শীতের দিনে যেমন উপকারী তেমনই খেতেও ভাল লাগে। আর এই সব সবজি রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে।

হলুদ, গাজর, বিটরুট, আমলা ছোট টুকরো করে কেটে নিতে হবে। এবার তা ব্লেন্ডারে দিয়ে ভাল করে পিষে নিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না খুব ভাল করে পিষে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্লেন্ড করে নিতে হবে। এবার ছাঁকনি দিয়ে তা ছেঁকে নিতে হবে। সামান্য লেবুর রস মিশিয়ে তারপর খান।

নিয়মিত ভাবে এই রস খেতে পারলে পেট ঠিক থাকে, অন্ত্রের কোনও সমস্যা আসে না পাশাপাশি ত্বকের উজ্জ্বলতাও বজায় থাকে। শীতে অনেকেই ফলের রস খান। এই সময় তাজা কমলালেবু পাওয়া যায়। ফলে টাটকা অরেঞ্জ জুসের মজাই আলাদা। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ফলের রস না খেয়ে সবজির রস বানিয়ে খেতে। ফলের মধ্যে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ বেশি থাকে। যার থেকে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। এমনকী প্যাকেটজাত জুসও একেবারেই খাওয়া ঠিক নয়।

হলুদ, আদা, গাজর এই সব সবজির মধ্যে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটারি বৈশিষ্ট্য যেমন আছে তেমনই অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর। সেই সঙ্গে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, কে, পটাশিয়াম এই সব পুষ্টি উপাদান তো থাকেই।

ওজন কমানোর সাথে ফুচকা খাচ্ছেন?

ফুচকা খেতে আমরা সকলেই ভালোবাসি। চোখের সামনে তেঁতুলজলে ভরা ফুচকা দেখলে কেউই আর লোভ সামলাতে পারে না। কিন্তু পছন্দ করলেও অনেকেই বিভিন্ন কারণে ফুচকা খেতে পারেন না। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংশয় হল ওজন কমানোর বিষয়। বহু মানুষ মনে করেন, ওজন কমানোর সময়ে ফুচকা খাওয়া যায় না। সত্যিই কি তাই? ওজন কামনোর সময়ে ফুচকা খাওয়া শরীরের পক্ষে ভালো নাকি খারাপ? কিংবা যদি খাওয়া যায়, তাহলে কীভাবে খেলে শরীরের ক্ষতি হবে না? জেনে নিন- বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ওজন কমানোর সময়ে ফুচকা খেলে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না। যদি ফুচকা খেতে ইচ্ছে হয়, তাহলে খাওয়া যেতেই পারে। তবে, ওজন কমানোর প্রক্রিয়া চলতে থাকলে, কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। যেমন, ফুচকার সঙ্গে আমরা যে মিষ্টি চাটনি খাই, সেটি খাওয়া চলবে না। আলুও খাওয়া চলবে না। আলুর পরিবর্তে জলের, ছানা কিংবা মুগের পুর দেওয়া ফুচকা খেতে পারেন। আবার সুজি দিয়ে তৈরি ফুচকাও এড়িয়ে চললে ভালো হয়। পরিবর্তে ময়দা দিয়ে তৈরি ফুচকা খাওয়া যেতে পারে। সন্ধেবেলায় তেঁতুলজল দেওয়া ফুচকা না খেলেই ভালো হয়।

কাজু বাদাম দেখলেই লোভ সামলাতে পারেন না

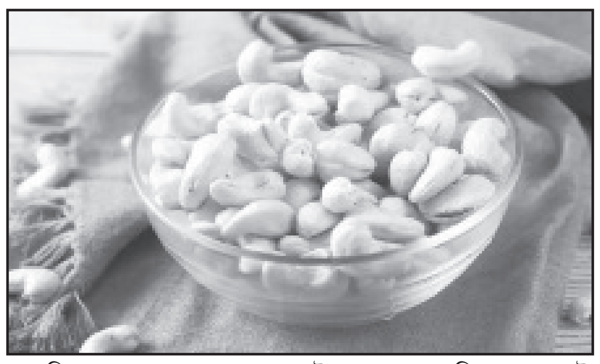

এমনিতে চিকিৎসকেরা বলেন বাদাম খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। কিন্তু কাজু বাদামের ক্ষেত্রে কি এই কথাটা খাটে? কোনও দিনই আমাদের দেশে এই বিশেষ বাদামটির চাষ হত না। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো দা গামার হাত ধরে এদেশে এন্টি ঘটে কাজু বাদামের। তার পর থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পরে এর স্বাদের সুখ্যাতি।

এখন তো ভারতের পাশাপাশি দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশের একাধিক দেশে এই বাদামটির চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল কাজু বাদাম খাওয়া কি আদৌ স্বাস্থ্যকর? এক্ষেত্রে যদি বৈজ্ঞানিক নথির উপর ভারসা রাখতে পারেন, তাহলে বলতেই হয় যে পুষ্টিগুণ এবং শরীরিক উপকারিতার দিক থেকে কাজু বাদামের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে।

এতে উপস্থিত প্রোটিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, খনিজ এবং ভিটামিন নানা ভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে। শুধু তাই নয়, কাজু বাদামে ভিটামিনের মাত্রা এত বেশি থাকে যে চিকিতকেরা একে প্রকৃতিক ভিটামিন ট্যাবলেট নামেও ডেকে থাকেন। তবে একথাও ঠিক যে মাত্রা ছাড়া এই বাদামটি যদি কেউ খায়, তাহলে কিন্তু শরীরের উপকারের থেকে অপকার হয় বেশি। কারণ উপকারি উপাদানও যদি বেশি মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করে, চতাহলে উল্টো ফল হতে শুরু করে। তাই পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে কাজু বাদাম, তাহলেই দেখবেন এর খেল।

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত যদি কাজু বাদাম খাওয়া যায়, তাহলে শরীরে নান পুষ্টিকর উপাদানের ঘাটতি দূর হয়, সেই সঙ্গে আরও কিছু উপাকার পাওয়া যায়। যেমন.

১. ক্যান্সার রোগ দূরে থাকে: এই মারণ রোগটি যদি সাপ হয়, তাহলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হল বেজি। তাই তো যেখানে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, সেখানে ক্যান্সার সেলের খোঁজ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই তো প্রতিদিন এক মুঠো করে কাজু বাদাম খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। আসলে এই বাদমটির শরীরে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ক্যান্সার সেলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি টিউমার যাতে দেখা না দেয় সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, কাজু বাদামে থাকা প্রম্যান্থোসায়ানিডিন নামে একটি উপাদান এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. সংক্রমণের আশঙ্কা কমে: এই প্রকৃতিক উপাদানটিতে থাকা জিঙ্ক, ভাইরাসের আক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে। তাই আপনি যদি এই ধরনের ইনফেকশনের শিকার প্রায়শই হয়ে থাকেন, তাহলে রোজের ডায়েটে কাজু বাদামের অন্তর্ভুক্তি ঘটাতেই পারেন।

৩. হার্টের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কমে: কাজু বাদামে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট একদিকে যেমন ক্যান্সার রোগকে দূরে রাখে, তেমনি নানাবিধ হার্টের রোগ থেকে বাঁচাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই যাদের পরিবারে হার্ট ডিজিজের ইতিহাস রয়েছে, তারা প্রয়োজন মনে করলে এই প্রকৃতিক উপাদানটির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতেই পারেন।

৪. ব্লাড প্রেসার কন্ট্রলে থাকে: মাঝে মধ্যেই কি রক্তচাপ গ্রাফের কাঁটার মতো ওঠা-নামা করে? তাহলে তো চটজলদি কাজু খাওয়া শুরু করতে হবে। কারণ এই বাদামে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, যা ব্লাড প্রেসারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে: কাজুতে রয়েছে ওলিসিক নামে এক ধরনের মোনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, যা দেহে বাজে কোলেস্টরলের মাত্রা কমাতে দারুন কাজে আসে। তাই তো নিয়মিত এই বাদমটি খেলে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ফলে হার্টের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়।

৬. চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়: কপার হল সেই খনিজ, যা চুলের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর পাশাপাশি চুলের গোড়াকে শক্তপোক্ত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এই উপাদানটি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে কাজুতে। এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন কিভাবে কাজু চুলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে থাকে। তবে এখানেই শেষ নয়, কাজু বাদামে থাকা কপার শরীরের অন্দরে এমন কিছু এনজাইমের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, যা চুলের কালো রংকে ধরে রাখতে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

৭. হাড়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে: কাজু বাদামে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ম্যাগনেসিয়াম থাকার কারণে এই বাদামটি নিয়মিত খেলে হাড়ের শক্তি বাড়তে শুরু করে। সেই সঙ্গে বুড়ো বয়সে গিয়ে অস্টিওআর্থারাইটিসের মতো হাড়ের রোগ হওয়ার আশঙ্কাও হ্রাস পায়।

৮. নার্ভের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: বাদামে শরীরের থারা ম্যাগনেসিয়াম নার্ভের ক্ষমতা বাড়িয়ে সার্বিকভাবে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর একবার ব্রেন পাওয়ার বাড়তে থাকলে ধীরে ধীরে ব্রেনের কগনিটিভ ফাংশনেরও উন্নতি ঘটে। ফলে বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি এবং মনোযোগও বাড়তে শুরু করে।

পোস্ত খেলে শরীরের কি হয় জানেন?

যেভাবেই খান না কেন, স্বাদে এই খাবারটির কোনও বিকল্প আছে বলে তো মনে হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হল পোস্ত কি আদৌ শরীরের পক্ষে উপকারী? অনেকে বলে এটি একেবারেই শরীরের পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে পোস্তের অন্দরে উপস্থিত নানাবিধ ভিটামিন এবং মিনারেল নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে।

শুধু তাই নয়, একাধিক রোগের হাত থেকে বাঁচাতেও এই প্রকৃতিক উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন ধরুন।

১. ব্রেন পাওয়ার বৃদ্ধি পায়: ব্রেনকে সচল রাখতে ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং কপারের কোনও বিকল্প আছে বলে তো মনে হয় না। আর এই সবকটি উপাদান প্রচুর পরিমাণে রয়েছে পোস্তে। তাই তো ব্রেন পাওয়ার যদি বাড়াতে হয়, তাহলে পোস্ত খেতে ভুলবেন না যেন! প্রসঙ্গত, যে কোনও ধরনের মস্তিস্কঘটিত রোগকে দূরে রাখতেও কিন্তু পোস্ত দারুন কাজে আসে।

২. এনার্জির ঘাটতি দূর করে: পোস্তোর অন্দরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, যা শরীরের ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি এনার্জির ঘাটতি দূর করতে দারুন কাজে আসে। তাই তো বলি বন্ধু, শরীরের সচলতা যদি বাড়াতে হয়, তাহলে সপ্তাহে ১-২ দিন পোস্ত খেতে ভুলবেন না যেন!

৩. পুষ্টির ঘাটতি দূর হয়: শরীরকে সচল রাখতে প্রতিদিন যে যে উপাদানগুলির প্রয়োজন পরে, তার বেশিরভাগেরই যোগান দিয়ে থাকে পোস্ত। তাই তো নিয়মিত পোস্ত বড়া বা আলু পোস্ত খেলে দেহের অন্দরে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ভিটামিন সি, থিয়ামিন এবং ভিটামিন বি৬-এর ঘাটতি দূর হতে সময় লাগে না। ফলে স্বাভবিকভাবেই শরীরের সচলতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি রোগ ভোগের আশঙ্কাও কমে। ত্বক ও চুলের বিভিন্ন সমস্যা নিমেষেই দূর করে কর্পূর! জানুন এর উপকারিতা

৪. হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে: একেবারেই ঠিক শুনেছেন বন্ধু! পোস্ত খাওয়া মাত্র শরীরে ফাইবারের মাত্রা এত পরিমাণে বেড়ে যায় যে হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটতে সময় লাগে না। তাই তো বলি খাদ্য রসিক বাঙালি, পেটকে যদি ঠান্ডা রাখতে হয়, তাহলে পোস্ত খেতে ভুলবেন না যেন!

৫. হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়ে: একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত পোস্ত দিয়ে বানানো নানা পদ খেলে শরীরে উপস্থিত খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই হার্টের কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়। তাই তো যাদের পরিবারে হার্টের রোগের ইতিহাস রয়েছে, তাদের এই প্রকৃতিক উপাদানটির সঙ্গে বন্ধুত্ব করটা কতটা দরকারি, তা নিশ্চয় বুঝেই গেছেন!

৬. পেটের রোগের প্রকোপ কমে: এবার থেকে যখনই দেখবেন স্টমাক পেন হচ্ছে, তখন অল্প করে পোস্ত গুঁড়ো নিয়ে তার সঙ্গে পরিমাণ মতো ঘি মিশিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেবেন। তারপর সেই পেস্টটা ধীরে ধীরে পেট লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিলেই দেখবেন কষ্ট কমে যাবে। নিশ্চয় ভাবছেন, পোস্তের মধ্যে এমন কী আছে, যার জন্য এমন কাজে লেগে থাকে! আসলে এই প্রকৃতিক উপাদানের মধ্যে পেপাভেরিন নামক এক ধরনের উপাদান থাকে, যা পেটের পেশীর কর্মক্ষমতা বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে অ্যাবডোমিনাল পেন কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৭. ত্বক সুন্দর হয়ে ওঠে: শুষ্ক ত্বকের কারণে বেজায় চিন্তায় রয়েছেন? ফিকার নট! পরিমাণ মতো পোস্ত নিয়ে তার সঙ্গে জল মিশিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে ফেলুন। তারপর সেই পেস্টটা ভাল করে মুখে লাগিয়ে কিছু সময় রেখে দিন। সময় হয়ে গেলে ভাল করে মুখটা ধুয়ে নিন। এমনটা নিয়মিত করলে ত্বকের হারিয়ে যাওয়া আদ্রতা তো ফিরবেই, সেই সঙ্গে সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পাবে। আসলে পোস্তের অন্দরে থাকা উপকারি কয়টি অ্যাসিড এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৮. ইনসমনিয়ার প্রকোপ কমে: আপনিও কি এমন সমস্যার শিকার? তাহলে প্রতিদিন পোস্ত দিয়ে বানানো চা পান করা শুরু করা উচিত। কারণ একাধিক কেস স্টাডিতে দেখা গেছে এই পানীয়টি নার্ভকে শান্ত করার মধ্যে দিয়ে অনিদ্রার সমস্যাকে দূর করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে পোস্তের অন্দরে থাকা নানাবিধ উপকারি উপাদান কর্টিজল হরমোনের ক্ষরণ কমিয়ে স্ট্রেস বা মানসিক অবসাদকে কমিয়ে আনতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৯. গলার ব্যথা কমে: ঠান্ডা গরমের কারণে বেজায় গলায় ব্যথা? কোনও চিন্তা করবেন না। ঝটপট এক চামচ নারকেলর দুধের সঙ্গে এক চামচ পোস্ত এবং মধু মিশিয়ে নিন। ভাল করে সবকটি উপাদান মিশে গেলে মিশ্রনটি খেয়ে ফেলুন। কয়েকদিন এমনভাবে এই পানীয়টি খেলেই দেখবেন কষ্ট কমে গেছে। আসলে পোস্তের মধ্যে নসেপাইন এবং কোডেইন নামক দুটি উপাদান রয়েছে, যা গলার ব্যথা এবং সর্দি-কাশি কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১০. শরীরের তাপমাত্রাকে স্বাভাবিক রাখে: পোস্ত দিয়ে যেমন নানা রকমের মুখরোচক পদ বানানো যায়, তেমনি এই প্রকৃতিক উপাদানটি কাজে লাগিয়ে কলকাতার গরমেও হার মাননো সম্ভব! কিভাবে এমনটা সম্ভব তাই ভাবছেন তো? আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একটি পানীয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পানীয়টি বানাতে প্রয়োজন পরে পোস্ত, বাদাম, গোলমরিচ এবং ঠান্ডা দুধের। এই উপাদানগুলি এক সঙ্গে মিশিয়ে য়ে মিশ্রনটি তৈরি হয়, সেটি গরমের সময় খেলে নাকি তাপ প্রবাহের কোনও খারাপ প্রভাবই পরে না শরীরে। সেই সঙ্গে সান স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও কমে।

17-05-26.pmd 2 18-05-2026, 23:56

নবনিযুক্ত সরকারি কর্মীদের শুভেচ্ছা উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর, জনসেবায় সক্রিয় ভূমিকার আহ্বান

দেহরাদুন, ১৮ মে: উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি সোমবার গত কয়েক বছরে নিয়োগপ্রাপ্ত হাজার হাজার সরকারি কর্মীর উদ্দেশে ডিজিটাল চিঠি পাঠিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জানান এবং জনসেবায় নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি তাঁদের অন্য চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য আদর্শ হয়ে ওঠারও আবেদন করেন।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী নবনিযুক্ত কর্মীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। এছাড়াও কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে সরাসরি ফোনে কথা বলে তাঁদের অবদানের প্রশংসাও করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালে উত্তরাখণ্ডের মানুষ তাঁকে দ্বিতীয়বারের জন্য রাজ্যের 'প্রধান সেবক' হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং সেই অঙ্গীকার রক্ষা করতে তাঁর সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

তিনি জানান, গত চার বছরে রাজ্য সরকার ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিয়োগপত্র প্রদান করেছে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি।

ধামি বলেন, সরকারি চাকরিতে নির্বাচিত হওয়া শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও তাঁর পরিবারের জন্য নয়, রাজ্য সরকারের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দায়িত্ব গ্রহণের পরই বিভিন্ন সরকারি দফতরের শূন্যপদ পূরণের জন্য বৃহৎ নিয়োগ অভিযান শুরু করা হয়েছিল, যার মূল লক্ষ্য ছিল রাজ্যে বেকারত্বের সমস্যা কমানো।

তিনি আরও বলেন, সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং মেধার ভিত্তিতে যুবকদের সরকারি চাকরিতে নির্বাচন করা হয়েছে। তাঁর মতে, কঠোর নকলবিরোধী আইন এবং স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রকৃত যোগ্যদের সামনে এগিয়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী নবনিযুক্ত কর্মীদের সততা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেন। একইসঙ্গে মানবিক মূল্যবোধ বজায় রেখে সাধারণ মানুষের সেবায় সর্বদা প্রস্তুত থাকারও আহ্বান জানান।

প্রশাসনিক মহলের মতে, নতুন কর্মীদের উৎসাহিত করতে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ এক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রপ্তানি ১ ট্রিলিয়ন ডলার ছুঁবে, লক্ষ্য আগামী পাঁচ বছরে ২ ট্রিলিয়ন: পীযূষ গয়াল

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: আগামী পাঁচ বছরে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ২ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে কেন্দ্র। একই সঙ্গে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে মোট রপ্তানি ১ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়াবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়াল।

সোমবার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, বৈশ্বিক বাজারে মার্কিন শুল্ক নীতি ও ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মতো অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও ভারতের পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সর্বকালের সর্বোচ্চ ৮৬৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

মন্ত্রী বলেন, ভারত এখনও বিশ্ব অর্থনীতি ও ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনার দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধ এবং পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতের অর্থনৈতিক গতিবিধি শক্তিশালী রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

পীযূষ গয়াল জানান, বর্তমানে ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) বিশ্বের মোট বাণিজ্যের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি অংশকে অন্তর্ভুক্ত করছে। তিনি বলেন, ওমান-এর সঙ্গে ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আগামী ১ জুন থেকে কার্যকর হতে পারে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে হওয়া চুক্তিগুলিও আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর চলতি বছর কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, ভারত ও ওমান ২০২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর একটি বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সিইপিএ) স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির ফলে বস্ত্র-সহ অধিকাংশ ভারতীয় পণ্য ওমানে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, দেশের লজিস্টিক খরচ কমানোকে সরকার জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে দেখছে। এদিন তিনি লিডস-২০২৫ এবং লিপস-২০২৫ রিপোর্টও প্রকাশ করেন।

তিনি জানান, দেশে অবকাঠামো উন্নয়ন ও সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে বড় বিনিয়োগ করা হচ্ছে, যাতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারত আরও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাতে পারে। পাশাপাশি স্টার্টআপ ক্ষেত্রে উদ্ভাবন, দক্ষ কর্মীশক্তি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধিই ভারতের প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মিজোরামে ১,২০০ ডেটোনেটর উদ্ধার, এক ব্যক্তি গ্রেফতার করল অসম রাইফেলস

আইজল, ১৮ মে: মিজোরামের আইজল জেলায় বড়সড় অভিযান চালিয়ে ১,২০০টি ডেটোনেটর উদ্ধার করল আসাম রাইফেলস। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সোমবার প্রতিরক্ষা সূত্রে জানানো হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মুখপাত্র জানান, আইজলের ডুর্টল্যাং এলাকায় একটি সফল অভিযানে এই বিপুল পরিমাণ ডেটোনেটর উদ্ধার করা হয়। ডেটোনেটরগুলি সাধারণত বড় বিস্ফোরক বা বোমা বিস্ফোরণের সূচনা করতে ব্যবহৃত হয়। অভিযুক্তের গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, আইজল এলাকায় বিস্ফোরক সামগ্রী পাচারের বিষয়ে নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান শুরু হয়। খবর পাওয়ার পর দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে সন্দেহভাজন এলাকায় গাড়ি আটক ও তল্লাশি চালায় অসম রাইফেলস। তল্লাশির সময় গাড়ির চালকের আসনের ভিতরে কৌশলে লুকিয়ে রাখা ১,২০০টি ডেটোনেটর উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পুরো অভিযান চালানো হয় বলে জানানো হয়েছে।ধৃত ব্যক্তি, উদ্ধার হওয়া ডেটোনেটর এবং বাজেয়াপ্ত গাড়ি পরবর্তী তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ডুর্টল্যাং থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অসম রাইফেলসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই সাফল্য মিজোরামে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাহিনীর প্রতিশ্রুতিরই প্রমাণ। অবৈধ কার্যকলাপ রুখতে এবং অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাহিনী ভবিষ্যতেও সতর্ক থাকবে বলেও জানানো হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের অনুমান, মিজোরামের সীমান্তবর্তী অবস্থানের কারণে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক সামগ্রী সীমান্ত পেরিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে আনা হয়ে থাকতে পারে। মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ-এর সঙ্গে দীর্ঘ অরক্ষিত সীমান্ত থাকায় মিজোরাম দীর্ঘদিন ধরেই মাদক ও চোরাচালানের গুরুত্বপূর্ণ করিডর হিসেবে পরিচিত।

নিট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে দিল্লিতে এনএসইউআই-এর বিক্ষোভ ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা ও এনটিএ নিষিদ্ধের দাবি

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: নিট প্রশ্নফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশে বিক্ষোভ দেখাল ভারতের জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন (এনএসইউআই)। সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান-এর পদত্যাগ এবং জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা (এনটিএ)-কে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বারবার প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছে। এক প্রতিবাদকারী বলেন, "ছাত্রছাত্রীরা সারা বছর কঠোর পরিশ্রম করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়, অথচ শেষে জানতে পারে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। তাই এনটিএ-কে নিষিদ্ধ করতে হবে এবং শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে।"

প্রতিবাদকারীদের দাবি, এই ধরনের ঘটনা শুধু পড়ুয়াদের নয়, তাঁদের অভিভাবকদেরও গভীরভাবে প্রভাবিত করে, কারণ তাঁরা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ সন্তানদের পড়াশোনার পিছনে ব্যয় করেন।

আরেক বিক্ষোভকারী অভিযোগ করেন, ২০২১, ২০২৪ এবং ২০২৬ সালেও প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। তাঁর দাবি, সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে না।

এনএসইউআই কর্মীরা আরও অভিযোগ করেন, শিক্ষামন্ত্রক এই বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিতে অনীহা দেখাচ্ছে। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, বৃহৎ পরীক্ষাব্যবস্থায় কীভাবে এককভাবে কেউ এত বড় প্রশ্নফাঁস ঘটাতে পারে।

এক বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের মানসিক চাপের বিষয়টিও তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, প্রশ্নফাঁসের জেরে বহু পরীক্ষার্থী চরম হতাশার মধ্যে রয়েছেন এবং এই পরিস্থিতি তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলছে।

এদিকে উত্তরপ্রদেশের বাস্তিতে এনএসইউআই কর্মীরা অভিনব প্রতিবাদ হিসেবে ঝালমুড়ি বিতরণ করেন। এর মাধ্যমে প্রশ্নফাঁস এবং বেকারত্বের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত ১০ বছরে ৮৯টি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, যা পরীক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতার অভাব এবং সরকারের ব্যর্থতার প্রমাণ। পাশাপাশি যুব সমাজের কর্মসংস্থান নিয়েও কেন্দ্রকে কটাক্ষ করা হয়।

মাদানির মন্তব্যে সমর্থন রশিদির, মুসলিমদের 'ভয় দেখানোর পরিবেশ' তৈরির অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: মাওলানা সাজিদ রশিদী সোমবার আরশাদ মাদানি-র মন্তব্যের সমর্থনে সরব হয়ে দেশে মুসলিমদের মধ্যে 'ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ' তৈরির অভিযোগ তুলেছেন। আজান, ভোজশালা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত সাম্প্রতিক বিতর্কের প্রেক্ষিতে তিনি এই মন্তব্য করেন।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রশিদি দাবি করেন, প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মন্তব্য এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে ঘটে চলা ঘটনাগুলি মুসলিম সমাজের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে।

তাঁর কথায়, "যেভাবে প্রকাশ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা হচ্ছে এবং সামাজিক বয়কটের আহ্বান জানানো হচ্ছে, তাতে মুসলিমদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।"

তিনি আরও দাবি করেন, এই পরিস্থিতির মধ্যেও দেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটছে। তাঁর বক্তব্য, ২০১৫ সালের পর বহু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

রাজনীতি ও ধর্মের সম্পর্ক নিয়েও কড়া মন্তব্য করেন রশিদি। তাঁর মতে, "যখন ধর্ম রাজনীতির কাঁধে চড়ে বসে, তখন ন্যায়বিচার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর ন্যায়বিচার নষ্ট হলে রাষ্ট্রও ভুল পথে এগোয়।"

উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী জয়বীর সিং-এর আজান সংক্রান্ত মন্তব্যেরও সমালোচনা করেন তিনি। রশিদির দাবি, অন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও উচ্চস্বরে শব্দ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু মুসলিমরা তা নিয়ে অভিযোগ করেন না।

মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্টের ভোজশালা সংক্রান্ত রায় প্রসঙ্গে তিনি জানান, মুসলিম পক্ষ বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট-এ চ্যালেঞ্জ করবে। তাঁর দাবি, এই রায় একতরফা এবং শীর্ষ আদালত ভবিষ্যতে তা খারিজ করতে পারে।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল-এর মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে রশিদি বলেন, মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁরা দেশকে শ্রদ্ধা করেন, তবে কোনও ভূমি বা বস্তুকে উপাসনা করেন না।

এই সমস্ত মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে নতুন বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় ভি.ডি. সাথীশনকে শুভেচ্ছা মোদির

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: কেরলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ভি. ডি. সাথীসান-কে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সামাজিক মাধ্যমে তিনি নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সফল কার্যকালের জন্য শুভেচ্ছা জানান এবং কেন্দ্রের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "শ্রী ভি.ডি. সাথীশনজিকে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের জন্য অভিনন্দন। তাঁর কার্যকালের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। কেরলের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে নবগঠিত রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার সবরকম সহযোগিতা করবে।"

এদিকে, কেরলে এক দশক পর ফের ক্ষমতায় ফিরল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোট। সেন্ট্রাল স্টেডিয়াম-এ আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন সাথীশন। তাঁর নাম ঘোষণা করেন কেরলের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকার। নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই উল্লাসে ফেটে পড়েন উপস্থিত সমর্থকরা। ২০১১ সালে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমেন চান্ডি-র নেতৃত্বাধীন সরকারই ছিল কেরলে শেষ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ সরকার। দীর্ঘ ১০ বছর পর সেই জোটের ক্ষমতায় ফেরা কংগ্রেস কর্মীদের কাছে বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বও। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা, মল্লিকার্জুন খার্গে এবং বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা রাজীব চন্দ্রশেখর-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

২১ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের ১২ জন, আইইউএমএলের পাঁচ জন এবং অন্যান্য শরিক দলগুলির প্রতিনিধিরা স্থান পেয়েছেন।

বাস্তারে জনসেবাকেন্দ্রের উদ্বোধন অমিত শাহের, শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

রায়পুর/বাস্তার, ১৮ মে: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার ছত্তীসগড়ের বাস্তার জেলার নেতানার গ্রামে 'শহিদ বীর গুন্ডাধুর সেবা ডেরা'-র উদ্বোধন করেন। নতুন এই জনউপযোগী পরিষেবা কেন্দ্রটি কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ) শিবির চত্বরে গড়ে তোলা হয়েছে।

বাস্তারে বামপন্থী উগ্রপন্থার সম্পূর্ণ অবসানের পর এটি ছিল অমিত শাহের প্রথম সফর। তিনি এই উদ্যোগকে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আত্মনির্ভরতার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছত্তীসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই, উপমুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় শর্মা, রাজ্য বিজেপি সভাপতি কিরণ দেও এবং মন্ত্রী কেদার কাশ্যপ-সহ বহু জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় বাসিন্দা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বাস্তারের শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা জওয়ানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, নিরাপত্তারক্ষীদের আত্মত্যাগ কখনও বিস্মৃত হবে না এবং তা কখনও বিফলে যাবে না।

তিনি আরও বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নের সুফল সমাজের শেষ প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সফরের একটি আবেগঘন মুহূর্ত ছিল বিজাপুরে নকশাল হামলায় শহিদ হওয়া জওয়ান কালেন্দ্র প্রসাদ নায়ক ও পবন কুমার মাণ্ডবীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অমিত শাহের সাক্ষাৎ। তিনি তাঁদের পাশে বসে সমবেদনা জানান এবং সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের প্রশাসনিক ও আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গেও কথা বলেন এবং তাঁদের সাহস ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই বলেন, শহিদ জওয়ানদের সাহস ও আত্মত্যাগ কখনও ভোলা হবে না। তিনি দাবি করেন, বাস্তার এখন শান্তি, আস্থা ও উন্নয়নের নতুন অধ্যায়ের দিকে এগোচ্ছে এবং এই পরিবর্তনে নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঞ্জাবে মাদক ও অস্ত্র পাচার চক্রের পর্দাফাঁস, উদ্ধার হেরোইন ও ৭টি পিস্তল

চণ্ডীগড়, ১৮ মে: বড়সড় সাফল্য পেল পাঞ্জাব পুলিশ। পাঞ্জাব পুলিশ-এর অমৃতসর কমিশনারেট পুলিশ মাদক ও অবৈধ অস্ত্র পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের কাছ থেকে ২.১ কেজি হেরোইন এবং ৭টি অত্যাধুনিক পিস্তল উদ্ধার হয়েছে।পাঞ্জাবের পুলিশ মহাপরিচালক গৌরব যাদব সোমবার এই তথ্য জানান।গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তের নাম খুশ কুমার ওরফে ভোলু (২৬)। তিনি অমৃতসরের গুরওয়ালি গেট এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে আগে থেকেই মাদক, অস্ত্র আইন এবং ছিনতাই-সহ একাধিক অপরাধমূলক মামলা রয়েছে।উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলির মধ্যে রয়েছে তুরস্কে তৈরি ৯ এমএম গ্ল্যাডিয়েটর, ৯ এমএম জিগানা এক্স-শট, ইতালিতে তৈরি .৩০ বোর বেরেটা এবং বিভিন্ন বিদেশি নির্মিত আরও কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র।ডিজিপি গৌরব যাদব জানান, প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে অভিযুক্ত বিদেশে বসে থাকা এক পাচারকারীর সঙ্গে ভার্চুয়াল নম্বরের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখত। সীমান্তের ওপার থেকে ড্রোনের সাহায্যে হেরোইন ও অস্ত্রের চালান পাঠানো হত, যা পরে অপরাধী চক্রের কাছে পৌঁছে দিত অভিযুক্ত।অমৃতসরের পুলিশ কমিশনার গুরপ্রীত সিং ভুল্লার জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পিত অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে ধরা হয়। প্রথমে তার কাছ থেকে ২.১ কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে ৭টি পিস্তলও উদ্ধার করা সম্ভব হয়।তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলি অপরাধমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন দুষ্কৃতীদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তবে তার আগেই পুলিশ ব্যবস্থা নিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।ঘটনায় মাদকদ্রব্য আইন এবং অস্ত্র আইনের একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের খুঁজে বের করতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

ডুবে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোক। এলাকাবাসীর মধ্যেও ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য ও শোকের আবহ। স্থানীয়দের দাবি, খালের পাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

শক্তিশালী হচ্ছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যে সমৃদ্ধি ১.০ এর অভিযানের ব্যাপক সফলতায় সমৃদ্ধি ২.০ অভিযান প্রণয়ন করা হয়েছে। সমৃদ্ধি ২.০ অভিযানে রাজ্যে মহিলা স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলিকে এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ১৫০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল।

সেক্ষেত্রে ২.০ অভিযানে লক্ষ্যমাত্রাকে ছাপিয়ে স্বনির্ভর দলগুলিকে ২৬৯ কোটি টাকার বেশি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে ২০ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই রাজ্যে এই সাফল্য এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতে যেখানে রাজ্যে ৫ হাজার মহিলা স্বসহায়ক দল ছিল আজ রাজ্যে ৫৫ হাজারেরও বেশি মহিলা স্বসহায়ক দল গড়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ গ্রামীণ মহিলা স্বসহায়ক দলের সাথে যুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন। মহিলা স্বসহায়ক দলগুলিকে এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৩৮৯ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করা হয়েছে। স্বসহায়ক দলগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে সরকার বিভিন্ন ফান্ড গঠনের মাধ্যমে ৮৩৭ কোটি টাকা সহায়তা দিয়েছে। ব্যাঙ্কসখী, বীমাসখী, প্রাণী ও কৃষিসখীদের মাধ্যমে রাজ্যে গ্রামীণ জীবিকা এক শক্তিশালী ভিত হয়ে গড়ে উঠেছে। রাজ্যে বিভিন্ন ব্লকে এন্টারপ্রেনিউরশিপে ১৩ হাজারের বেশি ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তোলা হবে। তাতে ৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল ও অর্থ দপ্তরের সচিব পি. কে. গোয়েল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তড়িৎ কান্তি চাকমা। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লাখপতি দিদিরা তাদের সফলতার কথা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বোতাম টিপে মোট ২৪৩৭ কোটি টাকার বিভিন্ন গ্রামীণ জীবিকাভিত্তিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী টিআরএলএম-এর একটি নিউজ লেটারের আবরণ উন্মোচন করেন। গ্রামীণ জীবিকা মিশনের ভালো কাজের জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ক সখী, শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ক, শ্রেষ্ঠ ব্লক ও জেলাগুলির প্রতিনিধিদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেন।

গ্রেপ্তার কোটিংকর্তা

● প্রথম পাতার পর

আরেক অভিযুক্ত মনীষা গুরুনাথ মানধারে-কে ১৪ দিনের সিবিআই হেফাজতে পাঠিয়েছে।

পুনের এই শিক্ষিকা, যিনি পরীক্ষার আয়োজক সংস্থার নিযুক্ত সিনিয়র উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষক ছিলেন, তাঁকে জীববিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অন্যতম মূলচক্রী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। মামলায় রসায়নের অধ্যাপক পি. ভি. কুলকার্নি-কে মূল 'কিংপিন' হিসেবে দেখা হচ্ছে।

দিল্লির আদালতে সিবিআই জানায়, মানিশা মন্ধারে প্রশ্নপত্র অনুবাদের কাজে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর কাছে জীববিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র পৌঁছেছিল। তদন্তকারীদের দাবি, তিনি অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগসাজশ করে প্রশ্ন ফাঁস করেন এবং সম্ভাব্য পরীক্ষার্থীদের বিশেষ ক্লাসও নিতেন।

সিবিআইয়ের দাবি, সেই ক্লাসে জীববিজ্ঞানের একাধিক প্রশ্ন ছাত্রদের লিখে রাখতে ও বইয়ে চিহ্নিত করতে বলা হয়েছিল। পরে দেখা যায়, ওই প্রশ্নগুলির বেশিরভাগই আসল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলে গিয়েছে।

এর আগে দিল্লি, জয়পুর, গুরুগ্রাম, নাসিক, পুনে এবং আহলিয়ানগর থেকে মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেফাজতেও নেওয়া হয়েছে

প্রদীপ চক্রবর্তী প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

চিরশান্তি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে আগরতলা প্রেস ক্লাব-এর পক্ষ থেকেও প্রবীণ সাংবাদিকের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। প্রয়াত সাংবাদিকের বাসভবনে গিয়ে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার এবং সম্পাদক রমাকান্ত দে।

ট্রেনের নক্সা প্রকাশ

● প্রথম পাতার পর

চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি এবং বেঙ্গালুরুর বিএমইএল লিমিটেড যৌথভাবে এমন ট্রেনসেট তৈরি করছে, যা ঘণ্টায় ২৮০ কিলোমিটার গতিবেগ অর্জনে সক্ষম হবে।

অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও জানিয়েছেন, প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মোট ১, ৩৮৯.৫ হেক্টর জমি আইন মেনে অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

প্রভাবিত পরিবারগুলিকে রাজ্যের আইন এবং 'রাইট টু ফেয়ার কমপেনসেশন অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি ইন ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন, রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড রিসেটেলমেন্ট অ্যাক্ট'-এর অধীনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

সরকার জানিয়েছে, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পুনর্বাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অতিরিক্ত সুবিধা ও সোলাটিয়ামও প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। যোগ এবং সিদ্ধা পদ্ধতিতে শীতলী প্রাণায়াম ও সাধারণ যোগাসনের মাধ্যমে শরীর ঠান্ডা রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। ইউনানিতেও শরীর ঠান্ডা রাখতে ভেষজ ও প্রচলিত পানীয় ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় শসা, তরমুজ, লেবু, খরমুজ, ফুটি ও টমেটোর মতো জলসমৃদ্ধ খাবার রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নাগরিকদের নিয়মিত আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসে নজর রাখার পাশাপাশি তাপপ্রবাহের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে মন্ত্রক।

ভিত্তিহীন বললেন বীরজিৎ

● প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঊনকোটি জেলায় ব্লক দখল থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদে কংগ্রেসের জয় হয়েছে।

শেষে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি আহ্বান জানান, এ ধরনের বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা প্রচারে কান না দিতে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে এগিয়ে আসতে।

উল্লেখ্য, এখনও ঊনকোটি জেলায় কংগ্রেসের সাংগঠনিক বৃদ্ধি অনেক বেশি। কংগ্রেস নেতা বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, মোঃ বদরুজ্জামান এবং দলীয় কর্মীরা একযোগে কাজ করার ফলে দিন দিন সংগঠন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাক্সে মিলল বিদেশিমুদ্রা

● প্রথম পাতার পর

দাস তাঁর চাকরির প্রথম মাসের সম্পূর্ণ বেতন ৩৩ হাজার ৩১০ টাকা মায়ের চরণে প্রনামী হিসেবে দান করেন। তাঁর এই নিঃস্বার্থ দান ভক্তদের মধ্যে গভীর আবেগ ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করেছে।

মন্দিরে আগত ভক্তদের অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তির প্রতিফলনই এই বিপুল প্রনামী বলে মনে করছে প্রশাসন ও মন্দির কর্তৃপক্ষ। দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর প্রতি আস্থা ও ভক্তি যে ক্রমশ বাড়ছে, তা আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠল এই প্রনামী গণনার মধ্য দিয়ে।

মহাবিদ্যালয়ে এবিভিপির বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

থেকে কয়েকবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ডক্টর শ্যামল দাসকে জানানোর পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের কার্যকরী ভুমিকা গ্রহণ করা হয়নি। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা রাজ্যের আটাশটি কলেজেই এই সমস্যা চলছে বলে জানান ছাত্র নেতা কঙ্কন পাল। প্রায় দুই ঘন্টা কৈলাসহর কলেজের অধক্ষ্য ডক্টর অজিত বর্মনকে প্রিন্সিপাল রুমে তালাবন্ধী করে বিক্ষোভ দেখানো পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ডক্টর শ্যামল দাসের কুশপুত্তলিকা কলেজ বিল্ডিংয়ের সামনে আগুন পুড়ানো হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে এবিভিপি ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্টোলারের উদ্দেশ্যে লিখিত ভাবে অভিযোগ পত্র তোলে দেওয়া হয়েছে অধক্ষ্য ডক্টর অজিত বর্মনের হাতে। এব্যাপারে কলেজ অধক্ষ্য ডক্টর অজিত বর্মন নিজেও দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন।

‘দেশ সবার আগে’, ভারত মাতা প্রসঙ্গে সাজিদ রশিদির মন্তব্যের বিরোধিতা শিয়া পার্সোনাল ল’ বোর্ডের

সিদ্ধার্থনগর (উত্তরপ্রদেশ), ১৮ মে: ‘ভারত মাতা’ এবং মুসলিমদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মাওলানা সাজিদ রশিদী-র মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করল সর্বভারতীয় শিয়া ব্যক্তিগত আইন বোর্ড। বোর্ডের বক্তব্য, ইসলাম কখনও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার উর্ধ্বে ধর্মকে স্থান দেয় না।

এর আগে আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাজিদ রশিদি বলেছিলেন, মুসলিমরা ভারতকে ‘মা’ হিসেবে দেখেন না এবং ইসলামে একমাত্র মা হলেন সেই নারী, যিনি সন্তানকে জন্ম দেন।

রশিদির এই মন্তব্যের কড়া জবাব দেন অল ইন্ডিয়া শিয়া পার্সোনাল ল’ বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইয়াসুব আব্বাস। তিনি বলেন, ইসলাম মানুষকে নিজের মাতৃভূমিকে ভালোবাসতে শেখায় এবং অনেক সময় শুধুমাত্র প্রচারের আলোয় আসতেই বিতর্কিত মন্তব্য করা হয়।

আইএএনএস-কে তিনি বলেন, “নিঃসন্দেহে জন্মদাত্রী মায়ের মর্যাদা সর্বোচ্চ। আমাদের বিশ্বাস, মায়ের পায়ের নিচেই জান্নাত। তবে ‘ভারত মাতা’-র প্রশ্নে আমাদের ধর্ম শেখায়, মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা ঈমানেরই অংশ। আমাদের কাছে দেশপ্রেম আগে, ধর্ম পরে।”

রশিদি আরও দাবি করেছিলেন যে ইসলাম ‘আদি ধর্ম’ এবং হিন্দুধর্মেরও আগে তার অস্তিত্ব ছিল। এই মন্তব্যও খারিজ করেন ইয়াসুব আব্বাস। তিনি বলেন, “কোন ধর্ম আগে এসেছে আর কোনটি পরে এই বিতর্ক সমাজে বিভাজন তৈরি করে। আমি সাজিদ রশিদির বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই। কিছু মৌলানা বা পণ্ডিত শুধুমাত্র প্রচারের জন্য বিতর্কিত মন্তব্য করেন।” তিনি আরও বলেন, ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত না করে দারিদ্র্য, বেকারত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিত।

সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে আপস জাতীয় স্বার্থে নয়, বাংলা-পরবর্তী হিংসা ইস্যুতে কেন্দ্র-রাজ্যকে পরামর্শ মায়াবতীর

লখনউ, ১৮ মে: পশ্চিমবঙ্গে ভোট-পরবর্তী হিংসা প্রসঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা এবং দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখার পরামর্শ দিলেন মায়াবতী। সোমবার সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’-এ করা এক পোস্টে তিনি বলেন, সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে কোনও আপস জাতীয় স্বার্থে নয়।

বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) প্রধান বলেন, বি. আর. আম্বেদকর-এর তৈরি ভারতীয় সংবিধানের কারণেই বিশ্বে ভারতের একটি স্বতন্ত্র ও সম্মানজনক পরিচয় গড়ে উঠেছে। তাঁর মতে, এই সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সব ধর্মের প্রতি সমান সম্মানের ভিত্তিতে নির্মিত। মায়াবতী বলেন, দেশের মানবিক মূল্যবোধ প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর জীবন, সম্পত্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করে। তাই শুধু সরকার নয়, নাগরিকদেরও সংবিধানের এই মূলনীতিগুলি মেনে চলা উচিত।

তিনি আরও বলেন, “ভারতের সংবিধান বিদেশে ভারতবিরোধী প্রচারের বিরুদ্ধে একটি সুরক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব, এমন কোনও কাজ না করা বা ঘটতে না দেওয়া, যাতে দেশের ভাবমূর্তি বা প্রশাসন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।”

পশ্চিমবঙ্গে ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে চলমান বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশেষ করে আদালতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারগুলিকে আরও সতর্ক হতে হবে এবং অরাজকতার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। মায়াবতীর মতে, কোনও সরকারের বিরুদ্ধে সংকীর্ণ রাজনীতি, ধর্মীয় বৈষম্য, জাতিগত বিদ্বেষ বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠলে তা উদ্বেগের বিষয়। তিনি বলেন, জনস্বার্থে প্রণীত আইন সব ধর্মের মানুষের জন্য সমানভাবে কার্যকর করতে হবে।তিনি আরও দাবি করেন, দেশের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি কঠিন। তাই জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর পরিবর্তে সরকারের উচিত প্রকৃত সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জনগণনা: আমবাসায় ৩ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু

আমবাসা, ১৮ মে: ২০২৭ সালের ভারতের জনগণনাকে কেন্দ্র করে আজ ধলাই জেলার জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের সেন্সাস অপারেশন এর অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, জেলা শাসক বিবেক এইচ.বি, অতিরিক্ত জেলা শাসক পার্থ দাস সহ জেলার অন্তর্গত প্রতিটি মহকুমার মহকুমা শাসক থেকে শুরু করে এই সেন্সাসের কাজে নিয়োজিত আধিকারিক ও কর্মীগণ।

সেন্সাস অপারেশন এর অধিকর্তা রতন বিশ্বাস সংবাদমাধ্যমকে জানান দুটি পর্বে হবে এই জনগণনা। প্রথম পর্বের গণনা শুরু হবে আগামী ১ লা আগস্ট থেকে। এই পর্বে হাউজ লিস্টিং ও হাউসিং সেন্সাস করা হবে। তাছাড়া এবার নতুন একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে। নাগরিকরা যদি ইচ্ছে করে তাহলে মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমেও নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন আগামী জুলাই মাসের ১৭ তারিখ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে। এই জনগণনার কাজে নাগরিকরা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন তার জন্য তিনি আহ্বান জানান। জেলাশাসক বিবেক এইচ.বি জানান সেন্সাস প্রক্রিয়া যেন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

দুর্নীতি ও নারী নির্যাতনের তদন্তে দুই কমিশন গঠন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

কলকাতা, ১৮ মে: নবনির্বাচিত বিজেপি নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার সোমবার “প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি” এবং “মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ” সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তে দুটি পৃথক কমিশন গঠনের ঘোষণা করেছে। দুটি কমিশনের নেতৃত্বে থাকবেন কলকাতা হাইকোর্ট-এর অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা।

সোমবার মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের জানান, জুন মাস থেকে কমিশন দু’টি কাজ শুরু করবে।

তিনি জানান, “প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি” সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। অন্যদিকে, “মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ” সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের নেতৃত্ব দেবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়।

নির্বাচনের আগে বিজেপির সংকল্পপত্রে এই দুই কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেই প্রস্তাব আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পায়।

মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত কমিশনে পশ্চিমবঙ্গ সশস্ত্র পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিচালক দাময়ন্তী সেন-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গত কয়েক বছরে রাজ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বড় অপরাধের তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহে তিনি নজরদারির দায়িত্ব পালন করবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। সাধারণ মানুষকে সুবিধা পেতে ঘুষ দিতে হয়েছে এবং সরকারি কর্মী, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, কাউন্সিলর ও দালালচক্র এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও জানান, দুই কমিশনকে প্রশাসনিক সহায়তা দেবেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, কমিশন কাজ শুরু করার ৩০ দিনের মধ্যে সুপারিশ জমা দিতে পারে। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করবে এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভারত-নরওয়ে বন্ধুত্ব আরও মজবুত হবে, অসলো সফর নিয়ে আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী মোদি

অসলো, ১৮ মে: নরওয়ে সফরে পৌঁছে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গার স্টোরে-কে উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন, তাঁর এই সফর ভারত ও নরওয়ের বন্ধুত্বকে আরও শক্তিশালী করবে।

সোমবার সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’-এ মোদি লেখেন, “নরওয়ের অসলোতে পৌঁছেছি। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী জোনাস গার স্টোরের উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ৪০ বছরেরও বেশি সময় পরে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নরওয়ে সফর হচ্ছে। আমি নিশ্চিত, এই সফর ভারত-নরওয়ে বন্ধুত্বকে আরও মজবুত করবে।”

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, তিনি নরওয়ের রাজা হ্যারাল্ড ভি এবং রানি রানী সোনিয়া-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী জোনাস গার স্টোরের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও অংশ নেবেন।

আগামী ১৯ মে অসলোতে তৃতীয় ভারত-নর্ডিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেই সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি নর্ডিক দেশগুলির নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন মোদি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (বিদেশ মন্ত্রক) নরওয়েকে ভারতের “মূল্যবান অংশীদার” হিসেবে উল্লেখ করেছে। মন্ত্রকের মতে, এই সফর দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন গতি দেবে।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সামাজিক মাধ্যমে জানান, এটি মোদির প্রথম নরওয়ে সফর এবং গত ৪৩ বছরে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম নরওয়ে সফর।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই সফরে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি, সবুজ প্রযুক্তি এবং ব্লু ইকোনমি নিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সমিতি (ইএফটিএ)-র সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তির সুযোগও খতিয়ে দেখা হবে। উল্লেখ্য, সুইডেন সফর শেষ করে দুই দিনের সরকারি সফরে নরওয়েতে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী।

গাজিয়াবাদ পাকিস্তান-যোগ গুপ্তচর মামলায় পাঁচ কিশোরের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট জমা এনআইএ-র

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: পাকিস্তান-যোগ সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র এবং গুপ্তচরবৃত্তির মামলায় পাঁচ কিশোর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিল জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। সোমবার উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে এই রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে।

এনআইএ জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট কিশোরদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩, সরকারি গোপনীয়তা আইন এবং ইউএ(পি)এ আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা করা হয়েছে।গাজিয়াবাদের এই গুপ্তচর মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ ২০২৬ সালের মার্চ মাসে প্রথম এই মামলা দায়ের করে।তদন্তে উঠে এসেছে, সংবেদনশীল রেলস্টেশন এলাকায় সৌরশক্তিচালিত ক্যামেরা বসিয়ে সেই ফুটেজ পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্দেহভাজন জঙ্গিদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

এনআইএ-র দাবি, অভিযুক্ত পাঁচ কিশোর অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগসাজশ করে পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্দেহভাজন জঙ্গিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ছবি, ভিডিও এবং নির্দিষ্ট জিপিএস অবস্থান পাঠাতে সাহায্য করেছে। তদন্তকারীদের মতে, এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করা।

তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, ওই কিশোররা বেআইনিভাবে নিষিদ্ধ ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ করেছিল। অভিযোগ, তারা নজরদারি ক্যামেরা বসানো এবং সংবেদনশীল তথ্য পাঠানোর কাজেও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।

এছাড়া পাকিস্তান-যোগ থাকা ব্যক্তিদের জন্য ভারতীয় সিম কার্ড সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সহায়তা করার অভিযোগ উঠেছে। এনআইএ জানিয়েছে, মামলার বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত এখনও চলছে। এর আগে মার্চ মাসে গাজিয়াবাদ পুলিশ এই মামলায় আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছিল। তদন্তকারীদের দাবি, এটি পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-সমর্থিত অন্যতম বড় গুপ্তচর চক্র।

ঋষ্যমুখ বিধানসভায় জনজাতি এলাকায় তিপ্রা মথার সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ ই মে:- ঋষ্যমুখ বিধানসভায় জনজাতি এলাকায় তিপ্রা মথা সংগঠন জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।এডিসি ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনো ঘোষণা না হলেও তিপ্রা মথা ঋষ্যমুখ বিধানসভায় আট টি এডিসি এলাকায় সংগঠনের কাজ চালাতে তেজি হয়ে উঠেছে।।এর অঙ্গ হিসাবে গত ১৭ মে ঋষ্যমুখ বিধানসভায় রতনপুর এডিসি ভিলেজের কমিউনিটি হলে তিপ্রা মথা দলের উদ্যোগে এক সাংগঠনিক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাংগঠনিক কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মুহুরীপুর ভুরাতলি কেন্দ্রের এম ডি সি দেবজিত ত্রিপুরা, টি সি এফ এর দক্ষিণ জেলা সভাপতি অরূপ দেব, তিপ্রা মথা দলের ঋষ্যমুখ ব্লক সভাপতি চন্দ্রশেখর ত্রিপুরা সহ আরো অনেকে। কর্মী সম্মেলনে এ সংশ্লিষ্ট ভিলেজ এর বিভিন্ন গ্রাম থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনজাতির লোক উপস্থিত ছিলেন। এই ভিলেজে বিজেপি দলের ঘরে বড় ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তিপ্রা মথা। সংশ্লিষ্ট এলাকায় ১৫ পরিবার ৬৭ জন ভোটার বিজেপি এবং সিপিআইএম দল ত্যাগ করে মথায় যোগদান করে। এমডিসি দেবজিত ত্রিপুরার হাত ধরে এই ১৫ পরিবার মথায় আসেন। জনজাতি এলাকার পাশাপাশি বাঙালি ভোটার রা মথা দলে যোগ দিয়েছে।

যুবতীকে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক, কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব গণতান্ত্রিক নারী সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে: এক যুবতীকে মোবাইল ফোন উপহার দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ডেকে এনে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম আদিত্য দাস। সে কমলপুর থানার অন্তর্গত চুলুবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

অভিযোগ, গত শনিবার অভিযুক্ত যুবক যুবতীকে আগরতলা রেল স্টেশনে ডেকে আনে। পরে তাকে শহরের একটি হোটেলে নিয়ে যায়। সেখানে যুবতীর উপর শারীরিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এরপর যুবতীকে আগরতলা শহরে রেখে অভিযুক্ত পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর অসহায় অবস্থায় যুবতী পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানার দ্বারস্থ হন। বিষয়টি জানার পর মহিলা থানার পক্ষ থেকে আমতলি থানার পুলিশকে অবগত করা হয়। পরে আমতলি থানার পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্ত আদিত্য দাসকে গ্রেপ্তার করে।

এদিকে, সোমবার সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পশ্চিম মহিলা থানায় একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেত্রী মিনতি বিশ্বাস, কৃষ্ণা দে, মিতালী ভট্টাচার্য, আরতি নন্দী সহ অন্যান্য সদস্যরা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে আরও কঠোর ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান তারা।

জনজাতীয় গরিমা উৎসব: ১৮মে থেকে ২৫মে খোয়াই জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে: খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জনজাতীয় গরিমা উৎসব উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী জনভাগিদারি অভিযান কর্মসূচি ”সবসে দূর, সবসে পহেলে” স্লোগানকে সামনে রেখে ১৮মে থেকে ২৫মে খোয়াই জেলায় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্ত বৈদ্যের সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য ৮ দিনব্যাপী অভিযান কর্মসূচি সম্পূর্ণ ভাবে বাস্তবায়িত করতে বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ের মাধ্যমে অভিযানকে সফল করে তুলতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ, জেলা বন আধিকারিক অশোক কুমার, জেলা কল্যাণ আধিকারিক উত্তম দাস বৈষ্ণব ছাড়াও সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা, হর্টি, কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ডিডব্লিউএস, প্রাণীসম্পদ বিকাশ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। উল্লেখ্য এই কর্মসূচি বাস্তবায়ণে জেলার ৬টি ব্লক এলাকায় ৪১টি আদিসেবা কেন্দ্র নির্বাচন করা হয়েছে। এই অভিযান পরিচালনার জন্য প্রতিটি গ্রাম ও আবাসনে স্বেচ্ছাসেবক ভিলেজ ও জেলা স্তরের নোডাল অফিসার নিয়োজিত করা হয়েছে। ২১মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত জেলার ৪১টি আদিসেবা কেন্দ্রে জনশুনানী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

টি.এফ.টি.আই.-এর স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য জমি বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে: রাজ্য সরকারের রাজস্ব দপ্তর ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের স্থায়ী ক্যাম্পাস তৈরি করার লক্ষ্যে সদর মহকুমার বিক্রমনগর মৌজায় ২৫ একর জমি বরাদ্দের অনুমোদন দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে যুবশক্তির দক্ষতা এবং প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে আগরতলাস্থিত নজরুল কলাক্ষেত্রে ২০২২ সালে এই ইন্সটিটিউট চালু করা হয়। ইন্সটিটিউটটি কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের সহযোগিতায় চলছে।

শুরুর পর থেকে এখানে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটে স্ক্রিন অ্যাক্টিং এবং ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও অ্যাডিটিং-এ এক বছরের স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট কোর্স শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকার ৮০ শতাংশ কোর্স ফি বহন করছে। বরাদ্দকৃত জমিতে স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ নিঃসন্দেহে টি.এফ.টি.আই.-কে চলচ্চিত্র ও মিডিয়া শিল্পের ক্ষেত্রে সমস্ত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গৃহীত উদ্যোগগুলিকে শক্তিশালী করবে। পাশাপাশি রাজ্যের সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী জাতি জনজাতির মিশ্র সংস্কৃতিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

মুহুরীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে: মুহুরীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে কাজকরেযাচ্ছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল ইনচার্জ ডাক্তার রাকেশ চেঁধুরী। উনার একান্ত প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আগত রুগিরা সঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে সুস্থ হয়েঘরেফিরেযাচ্ছে।

এরই মধ্যে মুহুরীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আরো মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি ন্যাশানাল কোয়ালিটির জন্য আবেদন করেছেন। উনার আবেদন অনুযায়ী সোমবার সকালবেলা থেকে ন্যাশানাল কোয়ালিটির এসেসম্যান্টের জন্য কেন্দ্রীয় স্তরের দুইজন প্রতিনিধি সমীরন শর্মা ও বীজয় চন্দ্র ঝা আসেন। দুইদিনব্যাপী চলবে এই এসেসম্যান্ট। এই এসেসমেন্টের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন দিকগুলি পরিদর্শনকরেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। এই পরিদর্শনকে কেন্দ্রকরে মুহুরীপুর এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতায় নতুন দিশা ‘সমৃদ্ধি ১.০’ ও ‘সমৃদ্ধি ২.০’-এর সাফল্যে টিআরএলএম-এর বড় অর্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে: ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন (টিআরএলএম) স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কৃষি, পশুপালন, তাঁত, হস্তশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সহ বিভিন্ন কৃষি ও অ-কৃষিভিত্তিক জীবিকামূলক কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে ধারাবাহিকভাবে সহায়তা করে আসছে এই মিশন।

এই উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করতে টিআরএলএম স্বনির্ভর গোষ্ঠী-ব্যাংক সংযোগ, ব্যক্তিগত উদ্যোগ অর্থায়ন এবং সুদের ছাড়ের সুবিধার মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলির আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০২৫ সালের ১ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে “সমৃদ্ধি ১.০” নামে একটি বিশেষ ঋণ প্রচার অভিযান চালু করা হয়। এই অভিযানের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ঋণে ১০০ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ অর্থায়নের অধীনে ১০ কোটি টাকা বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাশার থেকেও বেশি সাড়া মেলে এই অভিযানে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ঋণে ১৮৮.৪০ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ ঋণে ১০.০২ কোটি টাকা বিতরণ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে টিআরএলএম।

প্রথম পর্যায়ের এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ২০২৫ সালের ১৮ নভেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চালু করা হয় “সমৃদ্ধি ২.০”। এই পর্যায়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ঋণে ১৫০ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ অর্থায়নে ১৫ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। এবারও নির্ধারিত লক্ষ্যকে বহুগুণ অতিক্রম করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ হিসেবে ২৬৯.১১ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত ব্যাংক ঋণ হিসেবে ২০.৫৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়।

টিআরএলএম সূত্রে জানা গেছে, এই সাফল্যের পেছনে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন ব্যাংক, জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এবং ব্লক মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটগুলির সমন্বিত প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ব্যাংকগুলি দ্রুত ঋণ অনুমোদনের ব্যবস্থা করেছে এবং জেলা ও ব্লক স্তরের কর্মীরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের সংগঠিত করা, নথিপত্র প্রস্তুত করা ও সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

এই সমৃদ্ধি অভিযান শুধু ঋণ সুবিধা বাড়ায়নি, বরং গ্রামীণ মহিলাদের আত্মবিশ্বাস, উদ্যোক্তা মনোভাব এবং আর্থিক স্বাধীনতাকেও আরও শক্তিশালী করেছে। সময়োপযোগী আর্থিক সহায়তার ফলে বহু মহিলা তাঁদের জীবিকামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে “সমৃদ্ধি” অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী ব্যাঙ্ক সখি, ব্যাঙ্ক শাখা, ব্লক, ব্যাঙ্ক এবং জেলা পর্যায়ের কর্মীদের সম্মান জানানো হয়। পাশাপাশি লাখপতি দিদিদের সঙ্গে মতবিনিময় কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়।

সেকেরকোট বাজারে দোকান থেকে উদ্ধার সরকারি চাল গোশালা আশ্রমের নাম জড়িয়ে চাঞ্চল্য, তদন্তে প্রশাসন

বিশালগড়, ১৮ মে: পশ্চিম ত্রিপুরার সেকেরকোট বাজারে এক ব্যবসায়ীর দোকান থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি চাল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় গোশালা আশ্রমের নাম জড়িয়ে পড়ায় এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা।

জানা গেছে, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার-এর নির্দেশে সোমবার বিকেলে সদর মহকুমা প্রশাসনের একটি বিশেষ দল সেকেরকোট বাজারে অভিযান চালায়। অভিযানে বাজারের ব্যবসায়ী কৃষ্ণধন সাহার দোকান থেকে ১৩টি বস্তায় মোট ৬৫০ কেজি আতপ চাল উদ্ধার করা হয়। অভিযোগ, এই চাল সরকারি বরাদ্দের এবং তা অবৈধভাবে খোলা বাজারে মজুত রাখা হয়েছিল।

প্রশাসন সূত্রে খবর, সেকেরকোট বাজারে সরকারি রেশন বা বরাদ্দের চাল পাচার ও বিক্রির অভিযোগের ভিত্তিতেই এই অভিযান চালানো হয়। জেলাশাসকের নির্দেশে সদর মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দেন।

অভিযানকারী দলে ছিলেন সদর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক দীপরাজ রায়, খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক যতন দাস সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

তল্লাশির সময় দোকানের মালিক কৃষ্ণধন সাহা প্রশাসনের হাতে একটি রসিদ তুলে দেন এবং দাবি করেন যে চালগুলির বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। তবে সেই নথি খতিয়ে দেখে প্রশাসনের আধিকারিকরা জানতে পারেন, চালগুলি উত্তম ভক্ত চৌমুহনী সংলগ্ন গোশালা আশ্রম থেকে বিক্রি করা হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে।

প্রশাসনের দাবি, ওই চালগুলি খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে আশ্রমের একটি অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী এই ধরনের সরকারি বরাদ্দের চাল খোলা বাজারে বিক্রি করা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

উদ্ধার হওয়া ৬৫০ কেজি চাল বাজেয়াপ্ত করে এডি নগরস্থিত সরকারি খাদ্য গুদামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মহকুমা প্রশাসন। তদন্ত শেষে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ঘটনার পর সেকেরকোট বাজার ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন নজর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

বিয়ের চার মাস পর চাইল্ড লাইন দ্বারা বাবার বাড়ি থেকে উদ্ধার নাবালিকা গৃহবধূ, আটক অভিযুক্ত বাবা

আগরতলা, ১৮ মে: রাজ্যে নাবালিকা বিয়ে রোধে প্রশাসন ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার লাগাতার সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হলেও কার্যত এই সামাজিক ব্যাধি থামছে না। আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও নাবালিকা বিয়ের ঘটনা ঘটছে। এর ফলে সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বলে মনে করছেন সচেতন মহল।

নাবালিকা বিয়ে রুখতে দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে চাইল্ড লাইন। সেই ধারাবাহিকতায় এবার সিপাহিজলা জেলা চাইল্ড লাইনের উদ্যোগে বিয়ের চার মাস পর এক নাবালিকা গৃহবধূকে উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, ওই নাবালিকা পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে চাকরি করতে চেয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক বিয়ে দিয়ে দেন বাবা। বিয়ের কিছুদিন পরই নাবালিকাটি স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসে।

খবর পেয়ে সিপাহিজলা জেলা চাইল্ড লাইনের কর্মীরা গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে বাবার বাড়ি থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করেন। পরে তাকে সুরক্ষার স্বার্থে একটি হোমে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত বাবাকেও আটক করেছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা জানান, নাবালিকা বিয়ে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। সমাজ থেকে এই কুপ্রথা নির্মূল করতে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও আরও সচেতন হতে হবে।

আইপিএলের মাঝেই 'ব্যর্থ' অধিনায়কদের উপর কোপ!

জাতীয় দল থেকে বাদের পথে দুই বিশ্বজয়ী তারকা

ভারতের টি-টোয়েন্টি টিমে এমনিই তিনি জায়গা পান না। সে ভাবে জায়গা পান না ওয়ানডে টিমেও। খেলেন শুধু টেস্ট। লাল বলের ক্রিকেটে সহ-অধিনায়কত্বও করতেন। কিন্তু ঋষভ পন্থের এবার টেস্ট সহ অধিনায়কত্বও যেতে বসেছে! আগামী মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে আফগানিস্তান সিরিজের দল নির্বাচনী সভা বসছে। আর প্রাকনির্বাচনী বৈঠক থেকে যা ইঙ্গিত প্রভৃতি পাওয়া যাচ্ছে, তাতে টেস্ট টিম থেকে জায়গা না হারালেও সহ-অধিনায়কত্ব হারাচ্ছেন পন্থ।

জাতীয় নির্বাচকরা মনে করছেন, নেতৃত্ব বিষয়টার সঙ্গে সহজাত নন পন্থ। যার গনগনে উদাহরণ আইপিএলে তাঁর নেতৃত্বে লখনউ সুপার জায়ান্টসের ধারাবাহিক ব্যর্থতা। একইসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে গুয়াহাটিতে গত নভেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের কথাও। সেই টেস্টে ভারতের টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিল খেলতে পারেননি। পন্থ নেতৃত্ব দেন। এবং টিম কদর্য ভাবে হারে। ভারতীয় বোর্ডের ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত হল, পন্থের যা ব্যাটিং প্রতিভা, যে ভাবে দেশ-বিদেশের মাটিতে তিনি ভারতকে একার হাতে টেস্ট জিতিয়েছেন, তা কোনও অবস্থায়, কোনও শর্তেই নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু সহ-অধিনায়কত্ব বা সময় বিশেষে অধিনায়কত্বের চাপ নিতে গিয়ে, তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে পন্থের ব্যাটিংয়ে। যাতে টিমের ক্ষতি হচ্ছে। তার চেয়ে যদি ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারকে শর্তবিহীন ভাবে খেলতে দেওয়া যায়, খোলা মনে তিনি যদি শুধু নিজের ক্রিকেট নিয়ে ভাবতে পারেন, তা হলে টিমের অনেক বেশি লাভ। ঠিক সেই কারণেই আফগানিস্তান সিরিজে তাঁকে সহ-অধিনায়কত্বের দায়ভার থেকে মুক্তি দেওয়া হতে পারে বলে খবর। পন্থ ছাড়াও আফগানিস্তান সিরিজের দল নির্বাচনে আরও দু'টো বিষয় রয়েছে। প্রথমত, এই সিরিজে বোলার জশপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে কী করা হবে? দ্বিতীয়ত, টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বজয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ভূমিকাও বা কী? বুমরাহয় আসা যাক। চলতি আইপিএল একেবারেই ভালো যায়নি বুমরাহর। তাঁর খেলায় ক্লান্তির ছাপও খুঁজে পেয়েছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটা টেস্ট এবং তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ রয়েছে। বোর্ডের মেডিক্যাল টিম অনুমতি দিলে বুমরাহ টেস্ট ম্যাচটা খেলতেও পারেন। কিন্তু ওয়ানডে সিরিজ কোনও অবস্থাতেই খেলছেন না তিনি। আর ফিটনেস নিয়ে সামান্যতম সন্দেহ থাকলে, তাঁকে গোটা সিরিজেই রাখা হবে না।

সূর্যকুমার-তাঁর বিষয়টা বড়ই জটিল। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি না থাকায় সূর্যকে নিয়ে নির্বাচনী বৈঠকে সরকারি আলোচনার জায়গা নেই। তবে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বেসরকারি আলোচনা করতে পারেন নির্বাচকদের সঙ্গে। মনে করা হচ্ছে, জাতীয় কোচ গৌতম গম্ভীরের মতামত বড় ভূমিকা নেবে সূর্যর ভাগ্যনির্ধারণে। অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হলে সূর্যর পক্ষে দলে জায়গা ধরে রাখা কঠিন। মধ্যম পন্থা হল, সূর্যকে আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আগামী সিরিজে একটা শেষ সুযোগ দেওয়া। দেখা, তিনি কী করতে পারেন না পারেন। কিন্তু সেই সুযোগ পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। ধরমশালার মনোরম পাহাড়ি পরিবেশের মধ্যেও স্বাগতিক পাঞ্জাব কিংস শিবিরে ছিল হতাশার ছায়া। সোমবারের ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে ২৩ রানে হেরে হারের ডবল হ্যাটট্রিক করেছে প্রীতি জিন্টার দল। টানা ৭ ম্যাচ অপরাজিত থেকে লিগ শুরু পাঞ্জাব এখন প্লেঅফে ওঠার রাস্তা কঠিন করে ফেলেছে। এরপর পাঞ্জাব মালকিনকে 'কথা শোনাতে' দেখা গেল অধিনায়ক শ্রেয়সকে। প্রাক্তন নাইট তারকা ভেঙ্কটেশ আইয়ারের ৭৩ রানের সৌজন্যে জিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এবারের আইপিএলে প্রথম দল হিসেবে প্লেঅফে যোগ্যতা অর্জন করেছে আরসিবি। আর সেই সুবাদে প্লেঅফের অঙ্কে নাইট রাইডার্সের সুবিধাই হল। ১৩ ম্যাচে পয়েন্ট ১৩ নিয়ে পাঞ্জাব রইল চার নম্বরেই। ম্যাচের পর শ্রেয়সের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় 'রাগার্ত' প্রীতিকে। যদিও পাঞ্জাব অধিনায়ককে তিনি কী বলেছেন, সেটা স্পষ্ট নয়। ঘটনার ভিডিও দ্রুত সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রীতি জিন্টার। এক ইউজার লেখেন, 'জিন্টা মোটেও বকাঝকা করছেন না, বরং দলকে মানসিকভাবে শক্ত রাখার চেষ্টা করছেন।' আরেকজনের মন্তব্য, 'পঞ্জাবের সমস্যা স্কিল নয়, ধারাবাহিকতা। ওটাই ফিরিয়ে আনতে হবে।' কেউ আবার খানিক রসিকতার সুরে লেখেন, 'প্রতি বছরই দারুণ শুরু, তারপর একই গল্প। পাঞ্জাব যেন স্ক্রিপ্ট মেনে চলে!' আরও এক নেটিজেনের মতে, 'শ্রেয়সের উপর চাপ অনেক। কিন্তু এই সময়েই নেতৃত্বের আসল পরীক্ষা।'এখানেই শেষ নয়। আরও একটি ভিডিওয় দেখা যায়, প্রীতি জিন্টাকে পাঞ্জাব ক্রিকেটার জিতেশ শর্মার সঙ্গে কথা বলতে। বেঙ্গালুরুর হয়ে খেললেও একসময় পঞ্জাবের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ফলে পাঞ্জাব মালকিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ নস্টালজিয়ার আবহ তৈরি করে। উল্লেখ্য, ধরমশালায় টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়স। কোহলি-ভেঙ্কটেশের দুর্দান্ত ইনিংসে ২২২ রান তোলে আরসিবি।

হাড়ে চিড় থাকা বরুণকে জোর করে খেলিয়েছে কেকেআর?

পায়ে চিড় ধরেছে। তা সত্ত্বেও বরুণ চক্রবর্তীকে জোর করে খেলিয়ে যাচ্ছে কেকেআর। এমনই অভিযোগ উঠল আইপিএলের মাঝে। কেন্দ্রীয় চুক্তিভুক্ত ক্রিকেটার হওয়া সত্ত্বেও কী ভাবে বরুণকে খেলানো হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। এমনকি কেকেআরের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে ব্যবস্থা নেওয়াও হতে পারে।বল করতে গিয়ে বরুণের যে কষ্ট হচ্ছে সেটা বোঝা গিয়েছে শনিবারের ম্যাচে। তা সত্ত্বেও তিনি চার ওভার বল করেছেন। পরের মাসে আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড সফরে ভারতের সাতটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার কথা। বরুণও সেখানে খেলবেন। তা হলে কেন তাঁকে খেলিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

বোর্ডের এক কর্তা সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, "কেকেআরের ফিজিয়োর সঙ্গে ভারতের ফিজিয়োর (কমলেশ জৈন) যোগাযোগ রয়েছে। কেকেআর এবং বোর্ডের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে তাতে জানা গিয়েছে, আগের ম্যাচে বাউন্ডারি বাঁচাতে গিয়ে বরুণের বাঁ পায়ে চোট লেগেছে। শোনা যাচ্ছে ওর হাড়ে চিড় ধরেছে। যে হেতু ও কেন্দ্রীয় চুক্তিভুক্ত ক্রিকেটার, তাই আমার বিশ্বাস ওর ফিটনেস সকলের আগে থাকা উচিত। বোর্ডের চিকিৎসক দল হস্তক্ষেপ করতে পারে। জৈনকে জিজ্ঞাসা করা হতে পারে যে কেকেআরের চিকিৎসকদের থেকে কোন বার্তা ও পেয়েছে।"

যে হেতু বরুণ টি-টোয়েন্টির বিশেষজ্ঞ বোলার, তাই আফগানিস্তান সিরিজে তাঁকে নিয়ে সমস্যা নেই। কিন্তু ইংল্যান্ড সফরের আগে তিনি সেরে ওঠার যথেষ্ট সময় পাবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। ২৬ জুন থেকে সেই সফর শুরু। প্রশ্ন উঠছে, যখন রান-আপে সমস্যা হচ্ছে তখন বোলার নিজে থেকেই কেন বল করা বন্ধ করলেন না। তিনি শনিবার ৪ ওভারে মাত্র ৪৭ রান দিয়েছেন। মাত্র তিনটি ডট বল দিতে পেরেছিলেন।

ওই সূত্রের প্রশ্ন, "যদি বরুণকে চোটের জন্য আরসিবি ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে চার বিরতি সত্ত্বেও কেন সেই ম্যাচে খেলতে পারেনি এবং কেন শনিবারের ম্যাচের আগে হঠাৎ ফিট হয়ে গেল? কেকেআরের কাছে বাকি ম্যাচ মরণ-বাঁচন ঠিকই। কিন্তু বোর্ডই বা কী ভাবে এগুলোয় অনুমতি দিচ্ছে? চোট নিয়েও ক্রিকেটার খেলতে চাইবেই। কিন্তু সেটা কি ঠিক?"

এখন প্রশ্ন, বরুণকে কি পরের দু'টি ম্যাচে পাওয়া যাবে? উত্তর অজানা। কেকেআরের ম্যাচ বাকি মুম্বই (২০ মে) এবং দিল্লির (২৪ মে) বিরুদ্ধে।

Short Notice Inviting Quotation

Sealed cover quotation on plain paper is hereby invited by the undersigned vide No.F.6- 1/TWLS/Tender/Dev/For-2026-27/1334-73 dated 14.05.2026 from the intending bonafied and resourceful supplier for supply of materials for various development works which will be received in the office of the Wildlife Warden, Trishna Wildlife Sanctuary w.e.f 14th May, 2026 to 25th May, 2026 in between 10.00 AM to 5.30 PM in all working days and up to 3.00 PM on 25th June, 2026 from the bidders in person/by Post.

The quotations at 11.00 AM. The bid all be opened at 3.30 PM on 25.05.2026, if possible, otherwise on the next day at 11.00 AM. The bidder may also remain present during the time of opening of the bids. For details terms and condition the office of the undersigned may be contacted or may be seen on the website of Tripura Forest Department.

(Bimal Das, TFS)
Wildlife Warden
Trishna Wildlife Sanctuary
Joychandpur

ICA/C- 477/26

TENDER NOTICE

THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF TRIPURA INVITES TENDER IN SEALED COVERS FROM BONAFIDE FIRMS/SUPPLIERS FOR SUPPLY OF STORE ARTICLES (FORMS & STATIONERY) FOR USE OF THE WEST TRIPURA DISTRICT POLICE PERSONNEL FOR THE YEAR 2026-2027.

THE TENDERS/QUOTATIONS WILL BE RECEIVED AT THE SUPDT. OF POLICE (WEST) OFFICE ON 30/05/2026 FROM 10.30 HRS TO 15.00 HRS. THE TENDERS/ QUOTATIONS WILL BE OPENED ON THE SAME DAY AT 16.00 HRS IN PRESENCE OF THE TENDERERS AT THAT TIME, IF POSSIBLE.

LIST OF STORE ARTICLES AND TERMS AND CONDITIONS REGARDING TENDER ARE AVAILABLE AT FORMS AND STATIONERY STORE, A.D.NAGAR POLICE LINE, AGARTALA, WEST TRIPURA FREE OF COST.

ICA/C-474/26

SUPERINTENDENT OF POLICE
WEST TRIPURA:: AGARTALA

CORRIGENDUM

Name of Work: Hiring of 01 (one) no. vehicle (Bolero-Neo, diesel run) of 01.04.2026 (manufacturing date) onward for official use of the Assistant Engineer, Construction Sub- Division No.III, PWD(R&B), Kunjaban, Agartala.

Ref: DNIT No. 05/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2026-27

In an unavoidable circumstances the work vide above cited DNIT No. which was invited vide this office PNIT No. 02/EE/Divn.III/PWD(R&B)/ 2026-27 and circulated vide this office Memo No. F.45(04)/EE/Divn.III/ PWD(R&B)/, dated 12.05.2026 is hereby cancelled.

(Er. M. Debnath)
Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.

ICA/C-467/26

PRESS NOTICE INVITING TENDER No.
e-PT-VI/EE/RD/STB/2026-27, Dated- 15/03/2026

On behalf of the 'Governor of Tripura 'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form No-7 up to 2:00 P.M. on 30/05/2026 for 01 (One) No Construction work. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in_and contact at M-9774388810. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-485/26

Executive Engineer
RD Santirbazar Divlllsion

আম্পায়ারকে অশ্রাব্য কথা! জয়ের পরেও বোর্ডের শাস্তির কবলে মুম্বই কোচ

আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে তাঁর ম্যাচ ফি-র ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও। ফলে দলের জয়ের আনন্দ কিছুটা হলেও ফিকে হয়েছে।মুম্বইয়ের ইনিংসের ১৯তম ওভারের ঘটনা। আম্পায়ারদের একটি সিদ্ধান্ত ঘিরে মেজাজ সপ্তমে ওঠে পোলার্ডের। সেই সময় তিনি চতুর্থ আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। এমনকী তাঁর বিরুদ্ধে অশালীন ভাষা ব্যবহার করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।ম্যাচ শেষে আম্পায়ারদের রিপোর্ট খতিয়ে দেখে পোলার্ডকে শুনানিতে ডেকে পাঠান ম্যাচ রেফারি পঙ্কজ ধারমানি। আইপিএল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে আচরণবিধির ২.৩ ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এই ধারাটি মাঠে বা ম্যাচ চলাকালীন অনুপযুক্ত আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর আগে ম্যাচ চলাকালীন আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে চতুর্থ আম্পায়ারের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন আরসিবি'র হেডকোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার। এবার বোর্ডের শাস্তির কবলে মুম্বই কোচ। শুনানির সময় নিজের ভুল স্বীকার করে নেন পোলার্ড। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মাঠে মুম্বই গুরুত্বপূর্ণ দুই পয়েন্ট পেলেও, কোচের এই আচরণ দলের অস্বস্তি বাড়িয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, শুক্রবারের ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করে পাঞ্জাব কিংস ২০১ রানের লক্ষ্য রাখে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সামনে। জবাবে এক বল বাকি থাকতে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

দলের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান, তবু বৈভবকে নিয়ে খুশি নয় রাজস্থান!

কোচকে সন্তুষ্ট করতে আর কী করতে হবে বৈভব সূর্যবংশীকে? চলতি আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করেছে বৈভব। প্রায় প্রতি ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসকে ভাল শুরু দিয়েছে সে। একটি শতরান ও দু'টি অর্ধশতরান করেছে ১৫ বছরের ব্যাটার। তার পরেও সন্তুষ্ট হতে পারছেন না কোচ কুমার সঙ্গকারা। বৈভবের কাছে তাঁর প্রত্যাশা আরও বেশি। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধেও ২১ বলে ৪৬ রান করেছে বৈভব। সে যত ক্ষণ ক্রিজে ছিল, দ্রুত রান উঠছিল। সঙ্গকারা চান, বৈভব বড় রান করুক। ম্যাচ চলাকালীন তিনি বলেন, 'বৈভব কয়েক ওভার ক্রিজে থাকলেই ৩০-৪০ রান করে দেবে। কিন্তু আমরা ওর কাছে যেটা চাইছি, সেটা ও করতে পারছে না। ৩০-৪০ রান করলে হবে না। বড় রান করতে হবে। ক্রিজে আরও বেশি সময় কাটাতে হবে। চার-ছক্কা ও সহজেই মারতে পারে। কিন্তু প্রতি বলে বড় শট মারা সম্ভব নয়। কী ভাবে ইনিংস এগোতে হবে, সেটা ওকে শিখতে হবে। তবেই দলকে ও জেতাতে পারবে।" সঙ্গকারার কথা থেকে স্পষ্ট, বৈভবের কাছ থেকে শুধু ঝোড়ো ইনিংস নয়, দায়িত্বশীল ইনিংস দেখতে চাইছেন তিনি। চাইছেন, ওপেন করতে নেমে পুরো ২০ ওভার খেলার চেষ্টা করুক বৈভব। ২০ ওভার ব্যাট করতে পারলে বৈভব যা রান করবে, তাতে রাজস্থান সহজে জিতবে, এমনটাই মনে করেন সঙ্গকারা। তবে এখনই বৈভবের উপর চাপ দিতে চাইছেন না সঙ্গকারা। তিনি চাইছেন, বৈভব খেলাটা উপভোগ করুক। তাই তিনি বৈভবকে বেশি পরামর্শ দেন না বলেই জানিয়েছেন। সঙ্গকারা বলেন, "ও খেলাটা উপভোগ করে। ১৫ বছরের একটা ছেলের সেটাই করা উচিত। ও ব্যাট করতে ভালবাসে। নেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাট করে। সব বিষয়েই ওর আগ্রহ আছে। কিন্তু ওর সঙ্গে বেশি কথা বলি না। তা হলেই ও বেশি ভাবতে যাবে। আমি চাই, এখন ও শুধু মন দিয়ে ব্যাট করুক। উপভোগ করুক। তাই ওর সঙ্গে কথা বললে ক্রিকেটের বাইরের কথাই বেশি বলি।" বৈভবকে একটিই পরামর্শ দিয়েছেন সঙ্গকারা। নেটে ব্যাট করার সময় বৈভব সেটাই করার চেষ্টা করেন বলে জানিয়েছেন রাজস্থানের কোচ। সঙ্গকারা বলেন, "নেটে ব্যাট করার সময় ওর সঙ্গে কথা হয়। তবে বেশি কিছু বলি না। ও নিজেই বোলারদের বলে, কোথায় বল করতে হবে। ওকে আমি একটা কথাই বলেছি। যে শট খেলবে, ১০০ শতাংশ দেবে। মনের মধ্যে কোনও সন্দেহ রাখবে না। আত্মবিশ্বাস নিয়ে শট মারবে।"

দিল্লির কাছে হেরে মেজাজ হারালেন পরাগ, অধিনায়কের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ কোচ!

সতীর্থদের উপর মেজাজ হারাচ্ছেন অধিনায়ক। আবার অধিনায়কের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ কোচ। পর পর হারে রাজস্থান রয়্যালসের প্লে-অফে ওঠার লড়াই ধাক্কা খেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মেজাজ হারাচ্ছেন দলের অধিনায়ক রিয়ান পরাগ ও কোচ কুমার সঙ্গকারা। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে হারের পর রাজস্থান শিবিরের অন্দরের ছবিটা ভাল নয়। দিল্লির বিরুদ্ধে ফিল্ডিংয়ে অনেক ভুল করেছে রাজস্থান। মিসফিল্ডিং, ওভার থ্রোয়ে অনেক রান গলেছে। ফলে রান তাড়া করতে সুবিধা হয়েছে দিল্লির। দলের খারাপ ফিল্ডিংয়ে মেজাজ হারিয়েছেন পরাগ। খেলা শেষে তিনি বলেন, "খুব খারাপ খেলেছি। ট্রফি জিততে হলে এর থেকে অনেক ভাল খেলতে হবে। খুব হতাশ লাগছে। গত চার-পাঁচটা ম্যাচে আমরা যা খেলেছি, তার থেকে আমরা অনেক ভাল দল। এ ভাবে খেললে কিন্তু প্লে-অফে ওঠা যাবে না।"

দলের ব্যাটারদেরও দুষেছেন পরাগ। একটা সময় ভাল গতিতে রান করছিল রাজস্থান। দেখে মনে হচ্ছিল, ২০০ রানের বেশি হবে। কিন্তু এক ওভারে তিন উইকেট নেন মিচেল স্টার্ক। তার পরে আর বেশি রান করতে পারেনি রাজস্থান। পরাগ বলেন, "১৪ ওভার পর্যন্ত আমরা ভাল ব্যাট করছিলাম। কিন্তু আমি আউট হওয়ার পরেই ছবিটা বদলে গেল। পর পর উইকেট পড়ল। বেশি রান করতে পারলাম না।" দিল্লির ইনিংসে ১৮তম ওভারে ডোনোভান ফেরেরার হাতে বল তুলে দেন পরাগ। সেই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি সঙ্গকারা। সেই ওভারে ১৬ রান দেন ফেরেরা। তাতে দিল্লির সুবিধা হয়। ফেরেরা যখন বল করতে যান, তখন ডাগআউটে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিছু একটা বলছিলেন সঙ্গকারা। সূত্রের খবর, পরাগের এই সিদ্ধান্তে অবাক হন তিনি। ইশারায় অন্য কাউকে বল দেওয়ার কথা বলছিলেন কোচ। কিন্তু পরাগ কোচের দিকে না তাকিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলেন। ফলে ক্ষুব্ধ হন সঙ্গকারা। তবে কি রাজস্থানের

রাজ্যভিত্তিক অস্মিতা সিটি লিগ আগরতলায় শুরু হচ্ছে দুই পর্বের আসর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনে আগামী ১৯ মে থেকে শুরু হতে চলেছে রাজ্যভিত্তিক "অস্মিতা সিটি লিগ"। দুই পর্বে আয়োজিত এই ক্রীড়া উৎসবে রাজ্যের মোট ৫৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিতে চলেছে। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বটি ১৯ থেকে ২১ মে পর্যন্ত বাধারঘাটের দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, জুডো এবং সাঁতারএই চারটি ইভেন্টে প্রতিভারা নিজেদের মেলে ধরবেন। এরপর দ্বিতীয় পর্বের খেলাগুলো আগামী ২৮ থেকে ৩০ মে আগরতলার এনএসআরসিসি-তে অনুষ্ঠিত হবে। যুব সমাজের মধ্যে ক্রীড়ামুখর পরিবেশ তৈরি এবং নতুন প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যেই এই মেগা লিগের আয়োজন করা হয়েছে।এই মর্যাদাপূর্ণ ক্রীড়া আসরকে সাফল্যমণ্ডিত করতে উদ্বোধনী ও বিভিন্ন পর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়া জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় রয়েছেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা লালনেইথুয়ামা ডার্লং, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব পাইমং মগ, এবং দপ্তরের উপ-অধিকর্তা বিপ্লব কুমার দত্ত, প্রবাল কান্তি দেব ও দিলীপ দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন সাই -এর ইনচার্জ অরিন্দম গগৈ, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টসের সহ-অধিকর্তা ড. ভারতী নিগম, শান্তনু সূত্রধর এবং খেলো ইন্ডিয়ার হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর ড. এস. কে. পাল। ক্রীড়া কর্তাদের আশা, এই ধরনের লিগ রাজ্যের উঠতি খেলোয়াড়দের জাতীয় স্তরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একটি বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত : আগামী ১ জুন থেকে শুরু হচ্ছে বিশেষ কোচিং ক্যাম্প

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো ও খেলোয়াড়দের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আজ এনএসআরসিসি কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের সেক্রেটারি সুকান্ত ঘোষ, জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা এবং ট্রেজারার তপন কুমার ভট্টাচার্য। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন পিআই কন্ট্রাকচুয়াল ট্রেইনার (নিয়োজিত প্রশিক্ষক) এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিস স্টাফগণ। সভায় উপস্থিত সকলে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার মাধ্যমে আসন্ন ক্রীড়া কর্মসূচিগুলোর রূপরেখা তৈরি করেন এবং মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশেষ জোর দেন। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, রাজ্যের উদীয়মান ক্রীড়াবিদদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী ১ জুন, থেকে একটি বিশেষ কোচিং ক্যাম্পের সূচনা করা হবে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরটি আগামী ১১ জুন, ২০৬ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলবে। ক্যাম্পের সার্বিক পরিচালনা এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ট্রেইনার ও অফিস কর্মীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। স্পোর্টস কাউন্সিলের কর্মকর্তারা আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই ১১ দিনের নিবিড় কোচিং ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন, যা আগামী দিনে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার নিয়ে আসবে।

এশিয়ান র‍্যাঙ্কিং টেনিস : প্রথম দিনে রাজ্যের মিশ্র ফল, প্রি-কোয়ার্টারে অংশলা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। ঘরের মাঠে আয়োজিত টিটিএ এশিয়ান র‍্যাঙ্কিং ১৬ বছর অনূর্ধ টেনিস টুর্নামেন্টের মেইন ড্র-র প্রথম দিনে মিশ্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা। মালঞ্চ নিবাস স্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্স এবং বাদরঘাটের দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সছ একযোগে এই প্রতিযোগিতার ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।অনূর্ধ-১৬ বালিকা একক বিভাগে রাজ্যের খেলোয়াড় ঋত্বিকা দাস স্থানীয় দর্শকদের হতাশ করেন। অষ্টম বাছাই সাই মহান্তির বিরুদ্ধে কোনো রকম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পেরে একটিও গেম না জিতেই কোর্ট ছাড়তে হয় তাকে।তবে বালক একক বিভাগে সম্পূর্ণ উল্টো ছবি দেখা গেল। ত্রিপুরার অংশলা দেববর্মাকে প্রথম রাউন্ডের বৈতরণী পার করতে বিন্দুমাত্র ঘাম ঝরাতে হয়নি। প্রতিপক্ষ অথর্ব আনন্দ ওয়াক ওভার দেওয়ায় সহজেই পরবর্তী রাউন্ডে পৌঁছে যান অংশলা। আগামীকাল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে বাংলার হাভিস বানসালের মুখোমুখি হবেন অংশলা দেববর্মা।এদিকে বালিকা একক বিভাগে নিজের খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে দুর্দান্ত সূচনা করেছেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পদ্মপ্রিয়া রমেশ কুমার। আয়ুশ্রী নাথকে ৬-২, ৬-০ গেমে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে অনায়াসে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পাকা করেছেন পদ্মপ্রিয়া। টিটিএ -র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামীকাল সকাল ৯:০০ টা থেকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচগুলি শুরু হবে।

WALK IN INTERVIEW

A WALK in interview will be held for filling up the vacant post of 5(Five) Nos Anganwadi Workers & 13 (Thirteen) Nos Anganwadi Helpers in different Anganwadi Centres under Kakraban R.D. Block & Tepania R.D. Block of the office of the CDPO, Kakraban ICDS Project, Kakraban, Gomati Tripura under Social Welfare & Social Education Department, Govt. of Tripura. The engagement will be done on purely NO-WORK-NO HONORARIUM basis. In this connection application in prescribed format & other details are available in the office of the undersigned as per schedule. List of Vacant AWCs is given below:-

Sl No	Name of Vacant AWC	Name of GP	Vacant Post
1	2	3	4
1	Sagar AWC	Palatna G.P	AWW
2	Tutamura AWC	Uttar Shilghati VC	AWW
3	Taidhum AWC	Tulamura G.P	AWW
4	Badhuripathar AWC	Dakhin Rani VC	AWW
5	Natta Bari AWC	Kusamura G.P	AWW
6	Lolonga-1 AWC	Palatana G.P	AWH
7	Ananter Dhone AWC	Mirza G.P	AWH
8	Garjanamura Uttar Para AWC	Garjanmura G.P	AWH
9	Samatal Hadra AWC	Hadra G.P	AWH
10	Tarpadhum AWC	Uttar Tulamura G.P	AWH
11	Tutabari AWC	Hadra G.P	AWH
12	Dudhpuskrini Utta Para AWC	Dudhpuskirini G.P	AWH
13	Hadra Madhya Para AWC	Hadra G.P	AWH
14	Ghosh Para AWC	Kakraban G.P	AWH
15	Tutamura AWC	Uttar Shilghati VC	AWH
16	Uttar Kusamura AWC	Kusamura G.P	AWH
17	Algamura AWC	Kusamura G.P	AWH
18	Dhar tilla AWC	Kakraban G.P	AWH

For details of eligibility criteria and other terms and conditions please visit the office of the CDPO, Kakraban ICDS Project, Kakraban, Gomati District.

NB: The engagement procedure may be cancelled partly/fully in any unavoidable circumstances without showing any reasons.

Child Development Project Officer
Kakraban ICDS Project
Kakraban, Gomati Tripura

ICA/D-203/26

অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে ছয়টি ভাইটাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ-১৩ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আগামীকাল একজোড়া রোমাঞ্চকর ম্যাচ সহ মোট ছয়টি খেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। টুর্নামেন্টের সপ্তম ম্যাচে নীপকো মাঠে মুখোমুখি হবে জিরানিয়া ও তেলিয়ামুড়া। উল্লেখ্য, জিরানিয়া তাদের প্রথম ম্যাচে মোহনপুরের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে এক দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়ে বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে। অন্যদিকে, রানীরবাজার মাঠে অষ্টম ম্যাচে মুখোমুখি হবে সদর "এ" এবং মোহনপুর। নিজেদের প্রথম ম্যাচে সোনামুড়াকে ৩৪ রানে হারিয়ে টুর্নামেন্টে দারুণ সূচনা করেছে সদর "এ" দল, ফলে এই ম্যাচেও তারা সেই জয়ের ধারা বজায় রাখতে মরিয়া থাকবে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে টুর্নামেন্টের আরও চারটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে নবম ম্যাচে আমবাসা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কাঞ্চনপুরের বিরুদ্ধে। ধর্মনগরের মাঠে দশম ম্যাচে কৈলাসহর মুখোমুখি হবে লংতরাই ভ্যালির। শান্তিরবাজার মাঠে একাদশ ম্যাচে বেলোনিয়ার মুখোমুখি হবে অমরপুর এবং বেলোনিয়ার মাঠে দ্বাদশ ম্যাচে উদয়পুর লড়বে সাব্রুমের বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে আগামীকাল রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরা মাঠজুড়ে এক টানটান উত্তেজনাকর লড়াই প্রত্যক্ষ করতে চলেছেন।

বঙ্গে সরকারি চাকরিতে ৫ বছর বয়সসীমা বাড়ালো সরকার

কলকাতা, ১৮ মে: নির্বাচনের আগে বিজেপির সংকল্পপত্রে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৫ বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বাধীন নতুন মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে।

সোমবার রাজ্য সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অর্থ দফতর সংশোধিত বয়সসীমা আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করেছে। নতুন নিয়ম ২০২৬ সালের ১১ মে থেকে কার্যকর হয়েছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর মাধ্যমে হওয়া নিয়োগে গ্রুপ 'এ' পদের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে ৪১ বছর, গ্রুপ 'বি'-র জন্য ৪৪ বছর এবং গ্রুপ 'সি' ও 'ডি' পদের ক্ষেত্রে ৪৫ বছর। তবে যেসব পদের ক্ষেত্রে আগে থেকেই নির্ধারিত সর্বোচ্চ বয়সসীমা এর চেয়ে বেশি ছিল, সেখানে পুরনো উচ্চতর সীমাই বহাল থাকবে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু পাবলিক সার্ভিস কমিশন নয়, রাজ্যের বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়োগ ক্ষেত্রেও এই সংশোধিত বয়সসীমা প্রযোজ্য হবে। এই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা একযোগে ৪৫ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই সিদ্ধান্তের সুবিধা প্রথম পেতে চলেছেন রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত ডিগ্রি কলেজগুলিতে সহকারী অধ্যাপক পদে আবেদনকারীরা। সম্প্রতি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ পরিষেবা কমিশন-এর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আগের ৪০ বছরের পরিবর্তে এখন সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪৫ বছর হবে।

এছাড়া তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের জন্য বয়সে যে ছাড় বর্তমানে রয়েছে, তা আগের মতোই বহাল থাকবে।

গোয়ালা বস্তিতে অগ্নিকাণ্ড, বন কুঞ্জ পুড়ে প্রায় ৮০ হাজার টাকার ক্ষতি

আগরতলা, ১৮ মে: রাজধানীর গোয়ালাবস্তি এলাকায় রাজ কিশোর রায়ের বাড়ির পাশের বন কুঞ্জে হঠাৎ আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, কে বা কারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এনসিসি এবং কুঞ্জবন ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

বাড়ির মালিকের ছেলে অজয় কিশোর জানান, এই অগ্নিকাণ্ডে বনকুঞ্জের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রায় ৮০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

অ্যাডভোকেট কৃষ্ণ মজুমদারের আকস্মিক প্রয়ানে শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ মে: অ্যাডভোকেট কৃষ্ণ মজুমদারের আকস্মিক প্রয়াণ। নেমে এলো শোকের ছায়া। বিলোনিয়া বার কাউন্সিলের সম্পাদক এবং বনকর ইয়ুথ ক্লাব প্লে সেন্টারের সভাপতি, বিশিষ্ট আইনজীবী কৃষ্ণ মজুমদার আর নেই। রবিবার সন্ধ্যায় মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। কয়েকদিন ধরেই বুকে ব্যথা অনুভব করছিলেন কৃষ্ণ মজুমদার। গ্যাসের ওষুধ খেয়েও কোনো লাভ হয়নি।

রবিবার প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলে প্রথমে তাকে বিলোনিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করার পথে উদয়পুরের কাছে আরও খারাপ হয় শারীরিক অবস্থা। পরে উদয়পুর টেপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শেষ সময়ে পাশে ছিলেন স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র সন্তান। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিলোনিয়ার আইনজীবী মহল-সহ গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

সুকান্ত নগর পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ মজুমদার বনকরে নতুন বাড়ি নির্মাণ করলেও কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় ছেলের পড়াশোনার সুবিধার্থে হল চৌমুহনী এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। রাতেই তার মরদেহ বিলোনিয়াতে নিয়ে আসা হয়। সোমবার বনকরের নতুন বাড়িতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাসপাতাল থেকে বাড়ি পর্যন্ত ভিড় করেন শাসক-বিরোধী দলের নেতৃত্ব, আইনজীবী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী। বিজেপি কার্যালয়ে দলীয় পতাকা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নেতৃত্বরা। পরে বিলোনিয়া বার কাউন্সিল, বনকর ইয়ুথ ক্লাব ও পুরাতন বাড়ি ঘুরে মরদেহ নতুন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব চোখের জলে শেষ বিদায় জানান কৃষ্ণ মজুমদারকে।

প্রাক্তন মন্ত্রী কালিদাস দত্ত প্রয়াত, শেষকৃত সম্পন্ন

ধর্মনগর, ১৮ মে: ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মন্ত্রী কালিদাস দত্তের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়। তাঁর প্রয়াণে ধর্মনগর মহকুমা জুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। গত ১৭ মে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রবীণ এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। পরিবার সূত্রে জানা যায়, তাঁর ছেলে রাজ্যের বাইরে থাকায় শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে কিছুটা সময় লাগে। আজ ছেলে বাড়িতে পৌঁছানোর পর সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি মেনে সম্পন্ন হয় শেষকৃত্য।

এদিন সকালে কালিদাস দত্তের বাসভবনে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী সহ কংগ্রেসের একাধিক নেতা-কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও জয়ন্ত কর্মকার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা, মহকুমা শাসক দেবযানী চৌধুরী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পরে শোকযাত্রার মাধ্যমে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ধর্মনগর কংগ্রেস ভবনে। সেখানে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহা সহ দলের নেতা-কর্মীরা প্রয়াত নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এরপর পুনরায় শোকযাত্রা করে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় শ্মশানঘাটে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন চয়ন ভট্টাচার্য, কেবল কান্তি নন্দী সহ বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সকলের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের পর গার্ড অফ অনারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য। প্রবীণ এই নেতার প্রয়াণে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও নেমে এসেছে গভীর শোকের আবহ।

মনপাথর থানার তৎপরতায় উদ্ধার চুরি যাওয়া বোলেরো, আটক এক যুবক

আগরতলা, ১৮ মে : বীরচন্দ্র মনু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে শনিবার রাতে চুরি যাওয়া বোলেরো গাড়ি অবশেষে উদ্ধার করল পুলিশ। মনপাথর থানার ওসি জয়ন্ত দাসের তৎপরতায় গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ঘটনায় এক যুবককে আটক করা হলেও, চুরির নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জানা গেছে, চুরির ঘটনার খবর পাওয়ার মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই সক্রিয় হয়ে ওঠে মনপাথর থানার পুলিশ। ওসি জয়ন্ত দাস রাতেই রাজ্যের বিভিন্ন থানায় বেতার বার্তা পাঠিয়ে সতর্ক করেন। চুরি যাওয়া বোলেরো গাড়ির নম্বর টিআর০৮০৯২১ এবং গাড়ির বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন থানায় পাঠানো হয়।

এরপরই রাজ্যজুড়ে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। অভিযানের জেরে সালেমা থানার পুলিশ মেহেন্দি এলাকায় অভিযান চালিয়ে চুরি হওয়া বোলেরো গাড়িসহ এক যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়।

গাড়ি উদ্ধারের খবর পেয়ে শান্তির বাজার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বাপ্পী দেববর্মা এবং মনপাথর থানার ওসি জয়ন্ত দাস সালেমায় পৌঁছান। পরে উদ্ধার হওয়া গাড়িটি মনপাথর থানায় নিয়ে আসা হয়।

আটক যুবকের নাম মহরম আলী। তার বাড়ি কাঁকড়াবন থানার অন্তর্গত জামজুরি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটকের পর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে-এ তার চিকিৎসা চলছে।

এই বিষয়ে ওসি জয়ন্ত দাস জানান, "চুরির খবর পেয়েই গোটা রাজ্যে অ্যালার্ট জারি করা হয়। সালেমা থানার সহযোগিতায় গাড়ি ও অভিযুক্তকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। যুবক সুস্থ হলেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি কাণ্ডের মূল রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি চুরি যাওয়া অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধারেরও চেষ্টা চলছে।"ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা নিয়েও তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে জ্বালানি সাশ্রয়ে সাইকেলে অফিসে গোমতীর জেলাশাসক

আগরতলা, ১৮ মে :প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী র জ্বালানি সাশ্রয় ও পরিবেশ রক্ষার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অভিনব উদ্যোগ নিলেন গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথে। আজ সকালে তিনি বাইসাইকেল চেপে অফিসে পৌঁছান।

জেলাশাসক জানান, বর্তমানে গোমতী জেলায় পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের কোন সংকট নেই। তরপর জ্বালানি তেলের ব্যবহার কমানো এবং পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতনতা বাড়াতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এখন থেকে জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও কর্মীরা সাইকেল চালিয়ে অথবা হেঁটে অফিসে আসবেন।

বাজারে এসে গেল রসালো ফল লিচি।

সামাজিক ভাতা ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর থেকে বঞ্চিত দরিদ্র রিক্সাচালকের পরিবার

আগরতলা, ১৮ মে : সামাজিক ভাতা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সরকারি ঘর থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন জম্পুইজলা ব্লকের প্রমোদনগর ভিলেজের বাসিন্দা দরিদ্র রিক্সাচালক হালিম মিয়া ও তাঁর পরিবার। প্রমোদনগর বাজার সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী এই পরিবারটির দুর্দশার চিত্র সামনে আসতেই এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের কর্তা হালিম মিয়া বিশ্রামগঞ্জ বাজারে রিক্সা চালিয়ে কোনওরকমে সংসার চালান। স্ত্রী পারুলী বেগম এবং চার ছোট ছেলে-মেয়েকে নিয়ে তাঁর ছয় সদস্যের পরিবার। সন্তানদের মধ্যে আপন মিয়া, পারমিন বেগম, রিমা বেগম ও রিপন মিয়া রয়েছে। বড় মেয়ের বয়স বর্তমানে ১৪ বছর। প্রতিদিন রিক্সা চালিয়ে যা আয় হয়, তা দিয়েই কোনওরকমে দু'বেলা খাবারের ব্যবস্থা হয় পরিবারের।

হালিম মিয়ার বসতঘরটি মাটির তৈরি এবং অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। গত বছর ঝড়-বৃষ্টিতে ঘরের টিনের ছাউনি উড়ে গিয়েছিল। পরে অনেক কষ্টে আবার টিনের ব্যবস্থা করে কোনওরকমে ঘর মেরামত করেন তিনি। বর্তমানে ভাঙাচোরা সেই ঘরেই দিন কাটছে পুরো পরিবারের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, জম্পুইজলা ব্লকের অন্যতম দরিদ্র পরিবার হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত হালিম মিয়ার কপালে জোটেনি বৃদ্ধ ভাতা কিংবা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর। বর্তমানে তাঁর বয়স প্রায় ৬০ বছর হলেও তিনি এখনও বৃদ্ধ ভাতার আওতায় আসতে পারেননি। সোমবার সংবাদ প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন হালিম মিয়া। তিনি সংবাদ প্রতিনিধিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পরিবারের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন। পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে ব্লক অফিস বা ভিলেজ অফিসে গিয়ে আবেদন করার মতো সময়ও তাঁর হাতে থাকে না। কারণ, একদিন রিক্সা না চালালে পরিবারকে উপোস থাকতে হয়।

হালিম মিয়া ও তাঁর স্ত্রী পারুলী বেগম সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে সামাজিক ভাতা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের আশা, সরকার এবং প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

এদিকে, প্রমোদনগর ভিলেজ ও বিশ্রামগঞ্জ এলাকার বহু মানুষ এই পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। এলাকাবাসীর মতে, সমাজের বিত্তবান এবং প্রশাসন একযোগে এগিয়ে এলে হালিম মিয়ার পরিবারের দুর্দশা অনেকটাই লাঘব হতে পারে।

হাসপাতালের পরিবর্তে চেম্বারে সময় কাটান চিকিৎসক অভিযোগ

শান্তিরবাজার, ১৮ মে: শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. সাগর সম্রাট দের্বমার বিরুদ্ধে হাসপাতালের পরিবর্তে প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখার অভিযোগকে কেন্দ্র করে

সোমবার তীব্র ক্ষোভ ছড়ায় রোগী ও তাঁদের আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে।

জানা যায়, সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত বহু মানুষ চিকিৎসার আশায় শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে ভিড় জমান। দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট সংগ্রহ করার পর রোগীরা জানতে পারেন, হাসপাতালে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত নেই। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা।

অভিযোগ, ডা. সাগর সম্রাট দের্বমা নিয়মিতভাবে হাসপাতালের রোগীদের না দেখে প্রাইভেট চেম্বারে সময় কাটান। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি ব্যক্তিগত চেম্বারে রোগী দেখেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। রোগীদের দাবি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গেলে অনেক সময় তাঁদেরকে চিকিৎসকের প্রাইভেট চেম্বারে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।স্থানীয়দের অভিযোগ, বাধ্য হয়ে বহু গরিব রোগীকে ৩০০ টাকা ভিজিট দিয়ে প্রাইভেট চেম্বারে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এর আগেও ডা. সাগর সম্রাট দের্বমার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল বলে দাবি করেন এলাকাবাসী। তবে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন না হওয়ায় ক্ষোভ আরও বাড়ছে বলে জানান রোগীদের আত্মীয়রা।

এদিকে, সাধারণ মানুষের দাবি, স্বাস্থ্য দপ্তর যেন দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সরকারি হাসপাতালে সঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করে। বর্তমানে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন শান্তিরবাজারবাসী।

খোয়াইয়ে অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগে আটক এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে: খোয়াই শহরে প্রকাশ্যে অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, খোয়াইয়ের অনবদ্য পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন রাস্তায় দীর্ঘ সময় ধরে অবৈধভাবে বোতলজাত পেট্রোল বিক্রি চলছিল বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, জ্বালানির সংকটের সুযোগ নিয়ে কালোবাজারির মাধ্যমে জল মিশ্রিত পেট্রোল বিক্রি করা হচ্ছিল।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, যখন বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে জ্বালানির সংকট দেখা দিয়েছে, তখন পাম্পের মাত্র কয়েক মিটারের মধ্যেই কীভাবে প্রকাশ্যে পেট্রোল বিক্রি চলছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সুভাষ পার্ক ফাঁড়ির পুলিশ এবং খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। পরে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কীভাবে এবং কোথা থেকে এই পেট্রোল সংগ্রহ করা হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি জ্বালানির সঙ্গে ভেজাল মেশানোর অভিযোগও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। প্রশাসনের কাছে দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

রান্নার গ্যাস আনতে গিয়ে চরম ভোগান্তিতে গ্রাহকরা

ক্ষোভ বক্সনগরে

বক্সনগর, ১৮ মে : রান্নার গ্যাস সংগ্রহ করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ গ্রাহকরা। বক্সনগরের আরজিজি এল বি ইন্ডেন গ্যাস এজেন্সির সামনে প্রতিদিন সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে মানুষকে। সকাল ৮টা থেকে শুরু করে বিকেল ২টা ৩০ মিনিট কিংবা ৩টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও অনেকেই সময়মতো গ্যাস পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, সংসারের হাঁড়ি চড়ানোর জন্য রান্নার গ্যাস অত্যন্ত জরুরি হলেও বর্তমানে গ্যাস সংগ্রহের প্রক্রিয়া এতটাই জটিল হয়ে উঠেছে যে সাধারণ মানুষকে চরম হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। অভিযোগ, প্রায় ৪৫ দিন আগে অনলাইনের মাধ্যমে বুকিং করতে হয়। আগে ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ডিআরসি নম্বর এলেও এখন শুধু একটি রেজিস্টার নম্বর আসে। সেই নম্বর নিয়ে গ্যাস এজেন্সিতে পাসবই জমা দিতে হয় এবং মোবাইলে ওটিপি এলে তবেই গ্যাস মিলছে। ওটিপি না এলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে অনেককে। গ্রাহকদের অভিযোগ, কখনো বিদ্যুৎ নেই, কখনো ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ, আবার কখনো ওয়েবসাইট কাজ করছে না। ফলে দিনের পর দিন কাজকর্ম ফেলে গ্যাসের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। এতে শ্রমজীবী মানুষ বিশেষভাবে সমস্যায় পড়ছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির মধ্যেই গ্যাসের এই ভোগান্তি সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

এ বিষয়ে গ্যাস এজেন্সির ম্যানেজার সুমন দাস জানান, "এই পরিস্থিতির জন্য আমরা দায়ী নই। আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন কী অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে আমাদেরও অসুবিধা হচ্ছে। আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব গ্রাহকদের গ্যাস দিয়ে দিতে।"

অন্যদিকে গ্রাহকদের একটাই দাবি, সময়মতো যেন রান্নার গ্যাস সরবরাহ করা হয় এবং পুরো পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও সহজ ও উন্নত করা হয়। না হলে প্রতিদিন কাজ হারিয়ে গ্যাসের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বহু মানুষ।

উরমাই বাজার থেকে কৃষ্ণ চৌমুহনী পর্যন্ত বেহাল রাস্তা, চরম দুর্ভোগে এলাকাবাসী

আগরতলা, ১৮ মে: উন্নয়নের বড় বড় প্রতিশ্রুতির আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক নির্মম বাস্তব। উরমাই বাজার থেকে কৃষ্ণ চৌমুহনী পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা বর্তমানে এতটাই বেহাল যে সেখানে পিচ বা ইটের কোনো অস্তিত্বই আর চোখে পড়ে না। রাস্তা জুড়ে শুধুই বড় বড় গর্ত ও ভাঙাচোরা অংশ, যার ফলে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

এই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন যাতায়াত করেন স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীসহ বহু সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এমন দুর্দশা চললেও প্রশাসনের তরফে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, "গত আট বছর ধরে আমরা এই দুর্ভোগ সহ্য করছি। এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানো তো দূরের কথা, হেঁটে চলাও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সামান্য অসাবধান হলেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এখন এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা মানেই জীবন হাতে নিয়ে চলা।"

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, আগে অন্তত একটি চলাচলযোগ্য রাস্তা ছিল, কিন্তু বর্তমানে তার কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট নেই। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

সমস্যার আরেকটি বড় কারণ হলো রাস্তার একাংশে ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অচলাবস্থা। সামান্য বৃষ্টি হলেই নোংরা জল উপচে পড়ে পুরো রাস্তা জলমগ্ন হয়ে যায়। ফলে দুর্গন্ধময় ও নোংরা জলের মধ্য দিয়েই মানুষকে চলাচল করতে হচ্ছে। একই সঙ্গে জলের নিচে লুকিয়ে থাকা বড় বড় গর্তের কারণে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

স্থানীয়দের ক্ষোভ, কম জনসংখ্যার এডিসি এলাকাগুলোতেও যেখানে উন্নত ও পরিচ্ছন্ন রাস্তা দেখা যায়, সেখানে এই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় কেন এমন অবহেলা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মহকুমা প্রশাসন কারও পক্ষ থেকেই দীর্ঘদিন ধরে কোনো সদর্থক উদ্যোগ দেখা যায়নি। একের পর এক আবেদন ও অভিযোগ জানানো হলেও প্রশাসনের উদাসীন মনোভাবেই ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এখন দ্রুত রাস্তার সংস্কার ও সঠিক ড্রেনেজ ব্যবস্থার দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

ধলাই জেলায় সবসে দূর সবসে পেহেলে কর্মসূচির সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে: আজ ধলাই জেলার জেলাশাসকের ভিসি হলে জনভাগীদারি অভিযান, সবসে দূর সবসে পেহেলে কর্মসূচির সূচনা হয়। ধলাই জেলাভিত্তিক এই কর্মসূচির সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিবেক এইচ.বি, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের জেলা আধিকারিক মহেন্দ্র কমবে চাকমা সহ অন্যান্য বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

জেলাশাসক বলেন এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জেলার দূরবর্তী যে সমস্ত জনপদগুলো রয়েছে সেখানে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আগামী ২৫ মে এর মধ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক শিবিরের মধ্য দিয়ে পৌঁছে দেওয়া হবে। নির্ধারিত সময়ে ধলাই জেলার ৮ টি ব্লক এলাকার ৪০ টি স্থানে এই প্রশাসনিক শিবিরগুলি অনুষ্ঠিত হবে। প্রশাসনিক শিবির গুলিতে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

মনুতে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা: নিহত ৪, আহত আরও ৪ হাসপাতালে ছুটে গেলেন এমডিসি হলিউড চাকমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে: ধলাই জেলার মনু মহকুমার ছাওমনু এলাকার ৩২ কিলো পূর্ব গোবিন্দবাড়ি এলাকায় ওয়াইদুক তুইসা সংলগ্ন সিআরপিএফ ক্যাম্পের প্রায় এক কিলোমিটার আগে রবিবার এক হৃদয়বিদারক সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরও চারজন।

জানা গেছে, দুর্ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। পরে প্রশাসনের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন, রবিন্দ্রজয় ত্রিপুরা (৪৮), নাইহারাম রোয়াজা পাড়া, মুজিদা ত্রিপুরা (৫৮), নাইহারাম রোয়াজা পাড়া, বাখাক জয় ত্রিপুরা (৪০), রাজমনি রোয়াজা পাড়া, গোবিন্দবাড়ি, নারোজয় ত্রিপুরা (২৭), রাজমনি রোয়াজা পাড়া, গোবিন্দবাড়ি। আহতদের মধ্যে রয়েছেন যুগল জয় ত্রিপুরা (৩২), নাইহারাম রোয়াজা পাড়া, কসমনি ত্রিপুরা (১৩), নাইহারাম রোয়াজা পাড়া, সুমন ভৌমিক, আগরতলা, নিকুঞ্জ দাস, আগরতলা।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে দ্রুত হাসপাতালে ছুটে যান মনু-ছৈলেংটা এলাকার এমডিসি হলিউড চাকমা। তিনি আহতদের চিকিৎসার বিষয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এইচআইভি আক্রান্তদের চিকিৎসা পরিষেবা আরও বাড়বে: স্বাস্থ্য সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে: রাজ্যজুড়ে এইডস আক্রান্তদের চিকিৎসা পরিষেবা আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে নানাবিধ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল এবং ব্লক স্তরের প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এইডস আক্রান্ত রোগীদের সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ দপ্তর। সোমবার এই বিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনা খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যের পৌরোহিত্যে মহাকরণের ২ নম্বর কনফারেন্স হলে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বৈঠকে স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে স্বাস্থ্য দপ্তর, জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প মিশন সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পরিকল্পিত লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান।

বৈঠকে স্বাস্থ্য সচিব বলেন, জেলা স্তরের প্রতিটি হাসপাতাল এবং এফআরইউ ও সিএইচসি পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা এখন অনেকগুণ বেড়েছে। আগামীদিনে এইচআইভি আক্রান্তদের জন্য পরিষেবা আরও বৃদ্ধি হবে এবং সেই লক্ষ্যে দ্রুত গতিতে কাজ করছে দপ্তর। সফলভাবে তা করার জন্য নজর দিতে হবে দপ্তরের সকল অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলিকেও। স্বাস্থ্যসচিব বলেন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে যে অর্থরাশি দিয়ে এইচআইভি-এইডস কর্মসূচি রাজ্যে চলছে, তার বাইরেও রাজ্য সরকারের তরফে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনায় অর্থ বরাদ্দ করা হবে। এদিনের বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে আরও বেশি সংখ্যক এআরটি, এফআইএআরটি সেন্টার খোলা ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। এদিনের বৈঠকে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবশ্রী দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। তিনিও রাজ্যে এইচআইভি-এইডস আক্রান্তদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান ক্ষেত্রে যাতে কোন ত্রুটি না থাকে, তা নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুনির্দিষ্ট বার্তা প্রদান করেন।

এদিনের বৈঠকে আগরতলা গভঃ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. তপন মজুমদার, জিবিপি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডা. প্রদীপ ভৌমিকউপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বৈঠকে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির প্রকল্প অধিকর্তা ডা. বিনীতা চাকমা এবং সহ প্রকল্প অধিকর্তা ডা. সঞ্জয় রুদ্রপাল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, ডিস্ট্রিক্ট এইডস কন্টোল অফিসাররাও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas